ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 Augest, 2023 ■ আগরতলা ১২ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বন্ধ হচ্ছে বটতলা বাঁশ বাজার, ব্যবসায়ীরা মুখ্যমন্ত্রীর শরনাপন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট।। কপালে হাত বটতলা বাজারে বাশ ব্যবসায়ীদের। দীর্ঘ ৭০ বছরের বাস ব্যবসা আদালতের রায় বন্ধ হয়ে গেল। এবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ব্যবসায়ীদের কাতর আবেদন তিনি যেন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন। কারণ রুটি রুজি বন্ধ হয়ে গেলে তাদের পক্ষে সংসার চালানো কতটা ভয়ঙ্কর হবে তা সহজেই অনুমেয়। এই বিষয়টি ভাবনায় রেখেই নিরুপায় হয়ে বাশ ব্যবসায়ীরা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আদালতের নির্দেশ অনুসারে এক মাসের মধ্যে বটতলা বাসবাজার টি সরিয়ে ফেলা নির্দেশ পেয়ে রীতিমতো আকাশ ভেঙ্গে পরল ব্যবসায়ীদের মাথায়। এই ব্যবসার উপর ভিত্তি করেই তারা সংসার প্রতিপালন করছেন। হঠাৎ করে আদালতের এই রায় পাওয়ার পর অনেক ব্যবসায়ী হতভম্ব হয়ে পড়েন। দিশা পাচ্ছেন না কি করবেন আগামী দিন। পূর্বপুরুষের এই ব্যবসাকেই ধরে বেঁচে আছেন তাদের ছেলে মেয়েরা। তারা তাকিয়ে আছেন মুখ্যমন্ত্রী দিকে। এই বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি।

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলো রাজধানী বটতলার বাঁশ ব্যবসায়ীরা। চিরকালের জন্য বন্ধ হতে চলেছে ত্রিপুরার বাঁশের বাজার। হতাশায় সুর ৭০ বছরের বাঁশ বাজারের ব্যবসায়ীদের গলায়। এদিকে বটতলা বাঁশ বাজারটি সরিয়ে দিতে এক মাসের সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে আদালত। শহরের প্রায় ১ হাজার শ্রমিক এই ব্যসসার সগে যুক্ত। এই বাজারটি বন্ধ হয়ে গেলে রুজি রুটি বন্ধ হয়ে যাবে সকলের। বাজারটি থেকে যুগ যুগ ধরে বাঁশ ব্যবসায়ীরা তাদের সংসার প্রতিপালন করে আসছিলেন।

কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে রাজ্য সরকারের তরফে বাঁশ বাজারটি সরিয়ে নিতে বলা হয়। তবে এই কথা মানতে নারাজ ছিল ব্যবসায়ীরা। সরকারের নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাঁশ ব্যবসায়ীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়। নিম্ন আদালত সরকারের পক্ষে রায় দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েও কোনও লাভ হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট ও সরকারের পক্ষেই রায় দেন। আর তাতেই হতাশ বাঁশ ব্যবসায়ীরা। তবে রাজ্য সরকারের তরফে যে জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে সেই জায়গায় ও তারা যাবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে আতঙ্কে দিন কাটছে বাঁশ ব্যবসায়ীদের। সরকার তাদের পাশে দাঁড়ায় কিনা সেটাই দেখার।

এক কোটি টাকার গাঁজা সহ আটক দুই পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট।। ফের রাজ্যে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা। আসাম রাইফেলস ব্যাটেলিয়ান এবং আমবাসা থানার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এক কোটি টাকার শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আমবাসা বেতবাগানস্থিত নাকা পয়েন্টে আগরতলা দিক থেকে আসা AS ০২ CC ০৭৯৩ নম্বরের একটি পণ্যবাহী লরিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ গাঁজা উদ্ধার করে।

আমবাসা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেববর্মা জানান শুক্রবার গাড়ি টি তল্লাশি চালিয়ে ৮৩ প্যাকেটে ২৫৭ কেজি শুকনো গাঁজা আটক করা হয়।

পাশাপাশি গাড়িতে থাকা দুজন চালককে আটক করে পুলিশ। এদিনের এই অভিযানে পুলিশের সাথে ছিল সিআরপিএফ এবং আসাম রাইফেল জওয়ানরা। তবে কোথা থেকে গাঁজার গুলি কার মারফত পাচার করা হচ্ছে সে বিষয়ে এখনো ধোঁয়াশায় রয়েছে আমবাসা থানার পুলিশ। তবে পুলিশ যদি গোটা চক্রকে জালে তুলতে না পারে তাহলে এটা সাফল্য বলা কঠিন।

সংসদে মোদীর জবাবি ভাষণ নিয়ে তীব্র কটাক্ষ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার সংসদে হাজির হয়ে ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট বক্তব্য রাখেন। যার মধ্যে শেষের মাত্র কয়েক মিনিট মণিপুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংসদে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জবাবি বক্তব্য নিয়ে এভাবেই তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন তিনি বলেন, 'মণিপুর যখন জ্বলছে, সেখানকার মহিলাদের উপর অত্যাচর করা হচ্ছে, শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রীর এমন হালকা মেজাজ থাকা উচিত নয়।

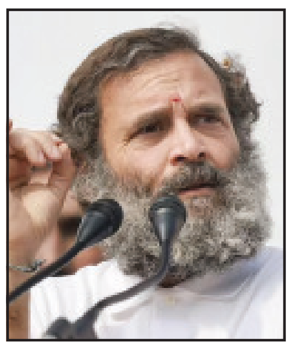

ভারতের একটি রাজ্যে যখন এই পরিস্থিতি, তখন হেসে হেসে মজার জোকস বলেন প্রধানমন্ত্রী।' ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এসব শোভা পায় না বলে কটাক্ষ করেন রাহুল গান্ধী।

২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদী ফিরবেন কি না, সেটা বড় কথা নয়।

মণিপুর জ্বলছে, সেখানে মহিলা, শিশু সবার প্রাণ যাচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে, সেসব বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কেন বক্তব্যের শেষ ভাগে উল্লেখ করলেন বলে প্রশ্ন তোলেন রাহুল। মণিপুরের বিষয় উল্লেখ না করে, প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন বলে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক কটাক্ষ করেন রাহুল গান্ধী।

রাস্তার বেহাল দশা, দফায় দফায় অবরোধ

জম্পুইজলা - টাকারজলায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট।। নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা। প্রায় প্রতিদিনই বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি তে পথ অবরোধ এর মত ঘটনা নতুন কিছু নয়। রাজ্যের কোথাও না কোথাও এই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনের এ বিষয়ে কোনো হেলদুল নেই বললেই চলে। কিন্তু মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ ঘটছে কোথাও না কোথাও। শুক্রবার তারই আঁচ পড়ল জম্পুইজলা টাকার জলা সড়কে। দফায় দফায় পথ অবরোধ এবং টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন যানচালকসহ এলাকাবাসী। তাদের এই বিক্ষোভে র দুর্ভোগে পোহাতে হয়েছে যাত্রীদের। অথচ টনক নড়েনী প্রশাসন কিংবা পূর্ত দপ্তরের কর্তাদের। জনগণের অভিযোগ তীর প্রশাসনের দিকে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই বেহাল অবস্থার কথা জানিয়েও প্রশাসনের ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি আমজনতা। তাই বাধ্য হয়ে শুক্রবার দিনভর দফায় দফায় পথ অবরোধ এবং টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় জনতা। ঘটনা জম্পুইজলা আরডি ব্লকের সামনে। সেখানে পথ অবরোধ করে যানবাহন চালকরা। এরপর অবরোধে বসেন জম্পুই জলা বাজার। শেষ পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনতার কথা শুনতে ছুটে আসেন জম্পুই জলা থানার পুলিশ। তাদের দেওয়া আশপাশের পরই পথ অবরোধ তুলে নেয় তারা। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় রাস্তা সংস্কার না হলে তারা এর বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন এই ব্যাপারে কি ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্ষায় জলকাদা রাস্তার অবস্থা এতটাই ভয়ঙ্কর যানবাহন চালকরা রাতের বেলা কেউই এই পথ ধরে চলাচল করতে রাজি হন না। কারণ যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আগুন কিংবা মুমূর্ষু রোগী পক্ষে এই রাস্তা কতটা ভয়ংকর তা এলাকাবাসী হারে হারে টের পাচ্ছেন। অথচ প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকায় পালন করছে বলে অভিযোগ। এই পথ ধরে প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ যাচ্ছে। গাড়িও যাচ্ছে। দুর্ঘটনায়ও পড়ছে। কিন্তু এই বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছে প্রশাসন। সোনারাম নয়ন সরদারপাড়া হিরাপুর এইসব এলাকার মানুষ প্রতিদিন এই পথ ধরে যাতায়াত করছে। অটো চালকরা ও কষ্ট করে এমনকি ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীদের পরিষেবা দিচ্ছে। প্রতিটি রাস্তা খানা খন্দে ভর্তি। বৃষ্টির জলে এগুলির অবস্থা আরো করুন হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় যাতায়াত করতে প্রচন্ড বেগ পেতে হয় যানচালকদের। রাতের বেলা এই পথে চলাচল করা কতটা ভয়ংকর তা অনুমেয়। তাই ওর খুব তো চোচালোকরা এদিন হুঁশিয়ারি দিলেন রাস্তার দ্রুত সংস্কার না হলে আগামী দিন অনির্দিষ্টকালের জন্য পথ অবরোধ করে রাখবে তারা।

বহিঃরাজ্যে যাওয়ার জন্য রাজ্যে চালু আরও ট্রেন প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট। বহিরাজ্যে যাওয়ার জন্য আরও বেশ কয়েকটি ট্রেন চালু হতে চলেছে ত্রিপুরা থেকে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। রাজ্য থেকে , দেওঘর, গৌহাটি এবং বৃন্দাবন ও পুরী যাওয়ার জন্য ট্রেন চালু করার বিষয়ে শুক্রবার কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন প্রতিমা ভৌমিক।

এদিনের সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরা থেকে একটি ট্রেন দেওঘর যায় সপ্তাহে। যার ফলে যারা দেওঘরে যান রাজ্য থেকে তাদেরকে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয় ফিরে আসার জন্য। তাই এদিনের সাক্ষাৎকারে প্রতিমন্ত্রী আরও একটি ট্রেন দেওঘর পর্যন্ত চালু করার প্রস্তাব রাখেন। সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন রেল মন্ত্রী। অতিদ্রুত রাজ্য থেকে আরও একটি ট্রেন দেওঘরের উদ্দেশ্যে চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও এদিন প্রতিমা ভৌমিক বৃন্দাবন ও পুরী পর্যন্ত সাপ্তাহে অন্তত একটি ট্রেন চালু করার প্রস্তাব রেখেছেন।

পাশাপাশি আগরতলা থেকে গৌহাটি জাওয়ারজন্য ডেডিকেটেড ট্রেন চলাচল করার জন্যও প্রস্তাব রাখা হয়। সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। রেলমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ আগরতলা গৌহাটি রুটে একটি ডেমো ট্রেন চালানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আধিকারিকদের।

বর্তমানে এই ট্রেনগুলি চালু হলে উপকৃত হবেন সাধারন মানুষ।

নিয়োগপত্র নিয়ে গন্ডাছড়া সিডিপিও অফিসে তালা ঝুলালো বিক্ষোভকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট।। নিয়োগ পত্র নিয়ে শুক্রবার গন্ডাছড়া আইসিডিএস অফিসে ঘটে গেলো ধুন্দুমার কান্ড। বিক্ষোভকারীদের প্রশ্নবানে জর্জরিত সিডিপিও কোন সদুত্তর দিতে না পারায় এক সময় উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা সিডিপিও সহ অন্যান্য অফিস কর্মীদের ভিতরে রেখে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। বাইরে চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং শ্লোগান। পরিশেষে ডিসিএম -এর হস্তক্ষেপে দরজার তালা খুলে অফিস কর্মীদের উদ্ধার করা হয়। অফিস চলাকালীন উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। ঘটনার সংবাদে জানা গিয়েছে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর আইসিডিএস -এর অধীনস্ত বেশ কিছু অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে অঙ্গনওয়ারি কর্মী এবং হেল্পার নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নেয় আইসিডিএস দপ্তর। বেশ কিছু কেন্দ্রে পাঁচ ছয় বা দশ বছর যাবৎ কর্তব্য পালন করে আসছেন ইন্টারভিউতে নতুনদের সাথে তারাও অংশ নেয় বা ইন্টারভিউ দেন। সম্প্রতি গত এক সপ্তাহ যাবৎ কিছু কিছু ইন্টারভিউ দেওয়া নতুন মহিলা অঙ্গনওয়ারি কর্মী এবং হেল্পার হিসাবে নিয়োগ পত্র নিয়ে কাজে যোগ দিতে শুরু করেছে। এই সংবাদটি এলাকায় চাউর হতেই দেখা দেয় বিপত্তি। দেখা গিয়েছে পুরাতন কোন কর্মীর নামই নেই। সবই নতুন মুখ। এই নিয়োগকে অবৈধ বলে শুক্রবার সরব হন রাইমাভ্যালি বিধানসভা ক্ষেত্রের তিপ্রা মোথা দল। শুক্রবার তিপ্রা মোথা দলের এক ঝাঁক নেতৃত্ব এবং কর্মীরা আইসিডিএস অফিসে গিয়ে সিডিপিও -কে ঘেরাও করে পুরো ঘটনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শূণ্যপদ থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালগুলিতে নিয়োগ হচ্ছেনা ফিজিও থেরাপিস্ট, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট।। শুন্য পদ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের হাসপাতাল গুলিতে নিয়োগ করা হচ্ছে না ফিজিও থেরাপিস্ট দের। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনই অভিযোগ তুলেন দ্যা ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিও থেরাপিস্ট এর সদস্যরা। শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে দ্য ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিও থেরাপি ত্রিপুরা শাখার পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে শূন্য পদ পূরণের দাবি তুলল সরকারের কাছে। সাংবাদিক সম্মেলন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক সৌম্য ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যের হাসপাতাল গুলিতে প্রায় ৭০ টির মতো ফিজিওথেরাপিস্টের শূন্য পদ আছে। শূন্যপদ থাকার পরেও ধারাবাহিকভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সঠিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য শূন্যপদ পূরণ করার জন্য দাবি জানায় সরকারের কাছে। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তারা আরো বলেন, ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ফিজিও থেরাপি দিবসকে সামনে রেখে একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যা ৮ সেপ্টেম্বর সকালে সংগঠিত করা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুনের আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট।। শুক্রবার এই সাজার আদেশ জারি করেন সেশন জাজ অংশুমান দেববর্মা। ধর্মনগরের হাফলং গ্রামে ২০১৯ সালে লক্ষ্মী মুন্ডা নামে এক মহিলাকে ঘরের ভেতর খুন করেছিল সঞ্জয় মন্ডা নামে এক ব্যক্তি। সেই সময় এলাকাবাসী মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে পুলিশের খবর দেয়। ধর্মনগর পুলিশ এই ব্যাপারে একটি খুনের মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং সঞ্জয় মুন্ডাকে গ্রেফতার করে। দীর্ঘ শুনানির পর শুক্রবার ছিল মামলাটির চূড়ান্ত রায় ঘোষণার দিন। ২৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দান শেষে জেলা সেশন জাজ অংশুমান দেববর্মা এই সাজা শোনান। শুক্রবার আসামি সঞ্জয় মুন্ডা কে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত করেন। পাশাপাশি ৫০০০ টাকা জরিমানার রায় দেন আদালত। আর তা অনাদায়ে আরো ছয় মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের আদেশ জারি করেন সেশন জজকোর্ট।

নেশার করাল গ্রাসে মৃত্যু এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ আগষ্ট।। কল্যাণপুরের জনজাতি এলাকায় ড্রাগসের কড়াল গ্রাসে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গোটা ত্রিপুরা রাজ্যেই প্রতিনিয়ত বাড়ছে ড্রাগস সহ রকমারি নেশার প্রভাব। ফলে সমাজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপ-নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রস্তুতি তুঙ্গে, চলছে প্রার্থী বাছাইয়ের পালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট।। রাজ্যে অকাল ভোটের দামামা বাজতেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হয়েছে জোড় প্রস্তুতি। রাজ্যের দুটি আসনে উপনির্বাচন ঘোষনা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৫ ই সেপ্টেম্বর ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হবে ত্রিপুরার ধনপুর এবং বক্স নগর এই দুটি কেন্দ্রে উপ নির্বাচন।

এদিকে নির্বাচন ঘোষণা হতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী রনকৌশল নিয়ে শুরু হয়েছে দৌড় ঝাঁপ। উল্লেখ্য ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছিল নতুন আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথা। বর্তমানে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের আসনে রয়েছে দলটি। তিপ্রা মথাকে বিজেপি এবং সিপিআইএম, কংগ্রেস প্রত্যেকেই নিজেদের দিকে টানছে। ফলে শেষ পর্যন্ত তিপ্রা মথা কোন দিকে যায় সেটাই প্রশ্ন।

এদিকে কংগ্রেস দল ইতিমধ্যেই বৃহস্পতিবার দিল্লির নেতৃত্বদের সঙ্গে কথা বলেছেন। রণকৌশল তৈরি করেছেন বামেরাও। বৈঠক শুরু হয়েছে দফায় দফায়। শাসক দল বিজেপি ও তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন। কে হবে প্রার্থী সেটাই প্রশ্ন। উঠে আসছে একাধিক নাম। সূত্রের খবর দুটি কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী তালিকায় রয়েছে রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন সহ একাধিক নাম। এদিকে বক্স নগরে প্রয়াত বিধায়ক সামসুল হক - এর ভাই আবু তাহের বা উনার ছেলে মিজানুর রহমানকে দল প্রার্থী করতে পারে বলে খবর। হাতে আর কয়েকটা দিন। আগামী ১৭ ই আগস্ট মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। তার মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে দলগুলির প্রার্থী তালিকা।

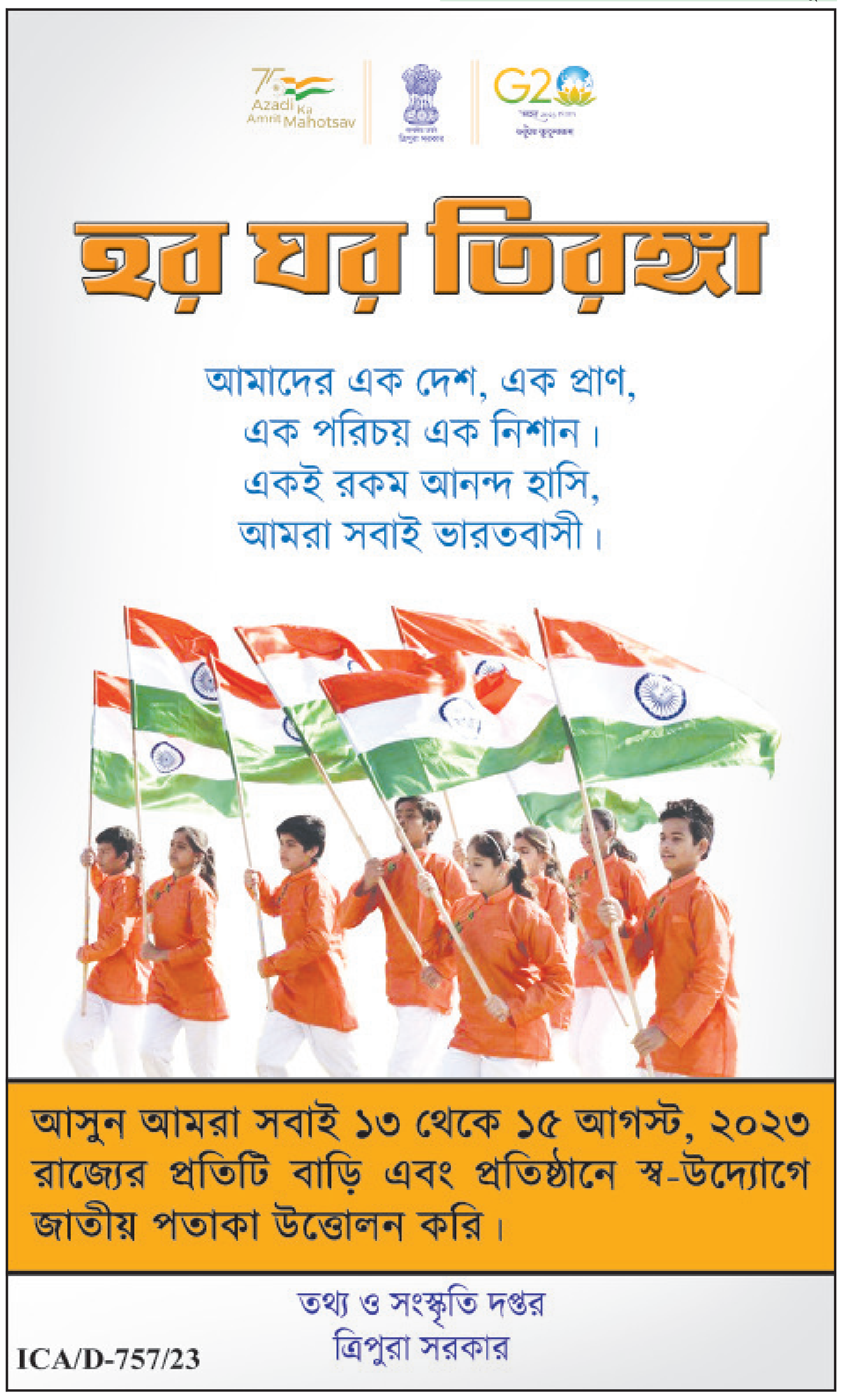

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩০০ ▫ ১২ আগস্ট ২০২৩ইং ▫ ২৬ শ্রাবণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বিশ্ব অর্থনীতি ও ভারত !

হাতে আর কয়েকটা বছর। মাত্র চার বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় জায়গা করিয়া নিবে ভারত। পিছনে চলিয়া যাইবে জাপান জার্মানি ।কদিন আগেই ভারতের আর্থিক বিকাশ নিয়া বড় আশা প্রকাশ করিয়া বিশ্বের সবথেকে বড় বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক গোল্ডম্যান স্যাক্স। পরবর্তীকালে সেই একই কথা শোনা যায়, ব্রিটিশ এমপি লর্ড করণ বিলিমোরিয়ারের মুখে। বিদেশের পর এবার সেই আশা প্রকাশ করিল দেশের সবথেকে বড় সরকারি ব্যাঙ্ক এসবিআই ।স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন, ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে ভারত। এর আগে এসবিআই বলিয়াছিল, ২০২৯ সালের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে দেশ। অতীতে একই কথা বলিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যেখানে তিনি বলেন,ভাষণ,মোদি সরকারের তৃতীয় মেয়াদে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালের মধে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে মোদি সরকারের দ্বিতীয় রাজনৈতিক মেয়াদকাল ।স্টেট ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদরা বলিয়াছেন, হঠাৎ করিয়া এই আর্থিক উন্নতি হয়নি ভারতের। ২০১৪ সাল থেকেই শুরু হইয়াছিল বীজ বোনা। বর্তমান ভারত যাহার সুফল পাইতেছে। যেকারণে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০২৩-২৪ সালে ৬.৫ শতাংশ হইবে আশা করিয়াছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব বাজারে মন্দার আবহ থাকিলেও তুলনামূলকভাবে অনেকটাই স্বস্তিতে রহিয়াছে ভারত ।স্টেট ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদদের মতে, ২০২৩ সালের মার্চের প্রকৃত জিডিপি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই নতুন আশা দেখিতেছে দেশ। ওই পরসংখ্যানই বলিতেছে, এভাবেই দেশের আর্থিক উন্নয়ন চলিতে থাকিলে , ভারত ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হইবে। ২০১৪ সালে বিশ্বে ভারতের অর্থনীতি দশম স্থানে ছিল। আগামী ৪ বছরের মধ্যে যাহা সাত ধাপ এগোবে বলিয়াই আশা করিতেছে এসবিআই।

এসবিআই-এর মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার হইবে ৮.১ শতাংশ। ব্যাঙ্ক জানাইয়াছে, ভারতের অর্থনীতিতে এখন ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭.০ শতাংশ বৃদ্ধির হার খুবই স্বাভাবিক বিষয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ভারতের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ অনুমান করিতেছে।এসবিআই রিপোর্ট অনুসারে, ভারতের অর্থনীতি ২০২২ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাইবে। এর মানে

হইল এই ৫ বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র অর্থনীতির বর্তমান আয়তনের থেকেও বেশি হইবে। ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জিডিপিতে ভারতের শেয়ার হইবে ৪ শতাংশ। এসবিআই বলিয়াছে, ২০৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করিবে, তখন জিডিপির আকার হইবে ২০ ট্রিলিয়ন ডলার ।এর আগে গোল্ডম্যান স্যাক্স বলিয়াছে, আমেরিকাকে পিছনে ফেলিয়া ভারত বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে। একই সময়ে ব্রিটিশ এমপি দাবি করিয়াছেন, ২০৬০ সালে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে অর্থাৎ চিনকেও ছাড়াইয়া যাইবে ।ভারতের জিডিপির আকার প্রায় ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। আমেরিকা প্রায় ২৬ ট্রিলিয়ন ডলারের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। এরপর প্রায় ২০ ট্রিলিয়ন ডলার নিয়া দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে চিন। ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি জার্মানি ও এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি জাপানও ভারতের চাইতে এগিয়া রহিয়াছে। সত্যিই এটা ভারতের জন্য অতিব গর্বের বিষয়।

স্পোর্টস কোটায় পড়াতে ৭৫ শতাংশ নম্বর দরকার নেই জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি স)। স্পোর্টস কোটায় পড়তে হলে দ্বাদশ শ্রেণিতে ৭৫ শতাংশ নম্বর প্রয়োজন নেই। পঞ্জাবের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রয়োজনের নিয়ম চালু করেছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল এই দাবি বৈষম্যমূলক।

দ্বাদশ শ্রেণিতে ৭৫ শতাংশ নম্বর পেলে তবেই স্পোর্টস কোটায় পরবর্তী কালে পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে এই নিয়ম করলে অনেক উঠতি খেলোয়াড়ই উৎসাহ হারাবে বলে মনে করছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। বৃহস্পতিবারের এই পর্যবেক্ষণের কথা প্রকাশ্যে এসেছে শুক্রবার।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রবীন্দ্র ভাট এবং বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে। স্পোর্টস কোটায় পড়ার সুযোগ পেতে হলে দ্বাদশ শ্রেণিতে ৭৫ শতাংশ নম্বর প্রয়োজন এই নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাই কোর্টে একটি মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু হাই কোর্ট মামলাটি খারিজ করে দেয়। তার বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে দুই বিচারপতির বেঞ্চ এটিকে বৈষম্যমূলক বলে।

ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি শঙ্কুদেবের

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তুললেন বিজেপি-র শঙ্কুদেব পন্ডা। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে তিনি চিঠি লিখেছেন।

উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়ে চিঠিতে লিখেছেন, রাগিংয়-নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। তা খতিয়ে দেখতে হবে। তাঁর দাবি, প্রয়োজনে সিবিআই তদন্ত করুক। শঙ্কুর দাবি, রাগিংয়ের বিষয়ে কোনও নজরদারি নেই। রাগিংয় রোধের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করার অর্থ ইউজিসির নীতি ভঙ্গ করা। এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানানো হয়েছে। ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বিজেপির তরফে যাদবপুর থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। শঙ্কুদেব বলেন, ওই ছাত্রের উপর মানসিক অত্যাচার করা হয়েছিল। পরিবারের তরফেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

নদীয়ার বগুলার বাসিন্দা স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর বৃহস্পতিবার ভোরে মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ছাদ থেকে পড়ে গিয়েই ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ এই বিষয়ে স্বপ্নদীপের হস্টেলের আবাসিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

স্বপ্নদীপের রহস্যমৃত্যুর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ

নদিয়া, ১১ আগস্ট (হি স)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর রহস্যমৃত্যুর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ মিছিল করলেন তাঁর এলাকার ছাত্রছাত্রী ও প্রতিবেশীরা। শুক্রবার নদিয়ার রাস্তায় দফায় দফায় চলে এই রাস্তা অবরোধ।

এই ঘটনায় গোটা রাজ্যজুড়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। ক্ষোভে ফুঁসছে স্বপ্নদ্বীপের এলাকা নদিয়া। তাঁর মৃত্যুর প্রতিবাদে শুক্রবার বেলা ১১ টায় বগুলা স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং পাড়া-প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে পথে নামেন। বগুলা কলেজ থেকে বগুলা হাইস্কুল পর্যন্ত তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুর জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তাঁরা।

রবীন্দ্রনাথ 'গুরুদেব' হতে চাননি, বাঙালিই তাঁকে গুরুপদে বসিয়ে আড়াল করেছে !

স্বপনকুমার মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুচর্চিত দুটি নাম- বিশেষণ 'বিশ্বকবি' ও 'গুরুদেব'। এছাড়া 'কবিগুরু' বিশেষণটিরও ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রথম দু'টির প্রচলন করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। অপরটি কে করেছিলেন, জানা যায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথকে 'কবিগুরু' বলে সম্বোধন করেছেন। তবে 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক আজ সমান সচল। এই বিতর্কিত বিশেষণটি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই দানা বেঁধেছিল। তাঁকেও সেজন্য আসরে নামতে হয়েছিল। কিন্তু কেন? আসলে এদেশের গুরুবাদীসমাজে 'গুরুদেব' বিশেষণটি অত্যন্ত সহজেই মেলে। আমরা কারও উৎকর্ষের পরিচয় পেলেই তা রসিকতার ছলেই হোক আর মনের শ্রদ্ধা থেকেই হোক তাকে গুরু বলে থাকি। আর দেবত্বে উন্নীতি করা তো বাঙালির স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে। সেক্ষেত্রে গুরুকে দেবতা ভাবা তো অত্যন্ত সহজবোধ্য বিষয়। এই বাঙালি জাতির পক্ষে স্বর্গের দেবতাকে মর্তের ধুলিকণায় সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়ে আনতে যেমন স্বাভাবিক মনে হয়েছে, তেমনই মর্তের রক্তমাংসের অ-সাধারণ মানুষকে দেবতার আসনে সমাসীন করতে স্বভাববিরুদ্ধ মনে হয়নি। ফলে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছে কেষ্ট বা কানাই, চৈতন্য, হয়েছে মহাপ্রভু। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলায় বা ভাবায় কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু আপত্তি রয়েছে অনেকের । সেই আপত্তি যতটা না যুক্তিসিদ্ধ, তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিনিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে ১৩০৮-এর ৭ পৌষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে পাঁচজন ছাত্র নিয়ে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি বিদ্যালয় খোলেন। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমই ক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের সেই আশ্রমিক পরিচিতি অনেকদিন পর্যন্ত সক্রিয় না থাকলেও 'আশ্রম' শব্দটি স্থায়ী হয়েছিল অনেকদিন। রবীন্দ্রনাথের ঋষিসুলভ আশ্রমিক জীবনে ও পরে বিশ্বভারতির আচার্যের আসনে 'গুরুদেব' নাম বিশষণটি সহজেই পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু তাঁর এই 'গুরুদেব' অভিধা নিয়ে অনেকেই বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। সেই বিতর্কের মূলে কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। এক, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে গুরুদেব হয়ে উঠেছেন। দুই, তিনি গুরুদেব পরিচিতি স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন। তিন, তাঁর গুরুদেব প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিশীল জগৎকে উপলব্ধি করার লক্ষ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। চার, তাঁর গুরুদেব চরিত্রপ্রকৃতি তাঁর মানুষিক সত্তাকে বিপন্ন করে অ-মানুষিক রূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এখন দেখা যাক, বিতর্কের মূলগুলি কত গভীরে ছড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর মাধ্যমে গুরুদেবে সমাসীন হয়েছেন ঠিকই, তবে গুরুদেব হওয়ার জন্য তা প্রতিষ্ঠা করেননি। তাঁর স্বপ্নের আশ্রম ছাত্র ও অভিভাবকের অর্থ সম্বন্ধে অচিরেই আশ্রমিক পরিচিতি হারানোয় তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর গুরুদেব হওয়া বা না হওয়ার কোনো যোগ ছিল না। অথচ তাঁর জীবিতকালেই বিশ্বভারতী নিয়ে কত গুঞ্জনই না তাঁকে শুনতে হয়েছে। তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধায় শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর 'কবি-জয়ন্তী' প্রবন্ধে অকপটে জানিয়েছেন 'বিশ্বভারতী মৌলিক শিক্ষাতত্ত্বের উদ্ভাবনাগার নয়, কোনো নতুন নতুন সিক্ষা প্রণালীর পীঠস্থানও নয়, সঙ্ঘ -হিসাবেও এর যা সার্থকতা তা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বিরাট এক অপকর্ম্ম। একটি নাকেও ('তোতলামি সারানোর ইস্কুল') শিবরাম বিশ্বভারতীর সঙ্গে নিস্বভারতী মিলিয়ে উপহাস করেছে। পরে অবশ্য শিবরাম তাঁর বক্তব্য থেকে সরে আসনে। ১৩৫৯-এ 'মস্কো' বনাম পণ্ডিচেরি'র ভূমিকায় জানিয়েছেন 'বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথের অপকর্ম্ম বলে এখন আমি মনে করিনে। মনে করি, এটা তাঁর অপত্যকর্ম্ম। ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় তা হল কল্লোল যুগ থেকে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথই নয়, তাঁর বিশ্বভারতীও রবীন্দ্রবিরোধিতার লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তবে একথাও সত্য রবীন্দ্রনাথেরক গুরুদেব প্রতিকৃতি অনেকটাই বিশ্বভারতী জিইয়ে চলেছে। তাতে বাঙালির লোকসানের পাশাপাশি কিছুটা হলেও লাভ হয়েছে। সেকথায় পরে আসছি। রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় গুরুদেব হয়েছেন, একছা ঠিক নয়। তিনি মনেপ্রাণে আধুনিক ধর্মীয় গুরুবাদের বিরোধিতা করতেন। কিন্তু মার্কসীয় তাত্ত্বিকবোদ্ধা সুশোভন সরকার থেকে জনপ্রিয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব অভিধাটি স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে কবি কখনওই নিষেধ করতেন না—এই ব্যাপারটির মধ্যে স্বেচ্ছায় গুরুদেব হওয়ার বিষয়টি কেউ কেউ বলে থাকেন। আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন 'রবীন্দ্রনাথ নিজেই গুরুদেব হতে চেয়েছিলেন? অন্তত এই সম্বোধনের তাঁর আপত্তি ছিল না'। (রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার', 'দেশ' ৪ মে ২০০৪)। কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার নিষেধ না করা, কিংবা, গুরুদেব সম্বোধনে নীরব থাকার মধ্যে দিয়েই অনুসিদ্ধান্ত করা যায় না রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় গুরুদেব হতে চেয়েছিলেন। তাঁর ঋষিসুলভ জীবনযাত্রা এবং বৈচিত্রময় সৃজনপ্রতিভা ও সেই সঙ্গে ভাবগম্ভীর চেহারাই তাঁকে গুরুদেবে সমাসীন করেছে। আরও একটি বিষয়, রবীন্দ্রনাথ কারও বিশ্বাসে সরাসরি আঘাত করা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি গুরুর গুরুত্বে, দেবের দেবত্বে মোহাচ্ছন্ন থাকলে তাঁর সুজনবিশ্বের ব্যাপ্তি ব্যাপকতা লাভ করত না, নিজেকে নানাকর্মে সামিল করতে পারতেন না। ধর্মীয় গুরুদেব ভাবনা তাঁকে পেয়ে বসেনি বলেই তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সৃষ্টিকর্মে সক্রিয় ছিলেন, স্বাভাবিকভাবে চলে ফিরেছে। সেজন্য তাঁর জীবননীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'তবে রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব নামের মধ্যে সম্ভ্রমের ভাব থাকলেও সঙ্কার ভাব তো ছিলই না-কোনো দূরত্বের বোধও জাগাত না। আমরা তাঁকে সহজ মানুষভাবেই দেখতাম আর তিনিও কোনোদিন তাঁর 'গুরুত্ব' ও 'দেবত্ব' আমাদের উপর চাপাবার চেষ্টা মাত্র করেন নি'।

ক্রান্তদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গুরুদেব পরিচিতি নিয়ে বিতর্ক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই বিতকী যে নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে জনমানসে বিরূপ ধারণার জন্ম দিতে পারে, সেজন্য তিনি নিজে থেকেই সরব হয়ে উঠেছিলেন। শান্তিনিকেতনে কবি তাঁর সত্তরতম জন্মোৎসবের (১৯৩১) ভাষণে জানালেন 'একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়, আমি করি মাৎর, আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু বা নেতা নই.. আমি বিচিত্রের দূত'। শুধু ভাষণেই নয়, রবীন্দ্রনাথ তার আগের দিনে রচিত কবিতায় সে-কথাই প্রতিধ্বনিত করে বলেছেন শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই, আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই। আমি কবি, আছি ঘাটায়'। ('পান্থ', 'পরিশেষ') ফলে রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় গুরুদেব হতে চাননি, কিন্তু তাঁকে গুরুদেবের আসনে বসানো হয়েছে। ফলে যাঁরা তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন এবং শান্তিনিকেতনে প্রতিপালিত হয়েছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই নন, তার বাইরেও অগণিত মানুষের ভক্তির পরাকাষ্ঠায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সজীব ছিলেন, এখনও আছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুধা বিস্তৃত সৃষ্টিকর্ম ও চারিত্রিক বৈগুণ্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ শিক্ষিতসমাজ শিক্ষাগুরুর আসনে বসিয়ে গুরুদেব বলে চলেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মৌনসম্মতি খোঁজা ঠিক নয়।

তাঁর গুরুদেব প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিশীল জগৎকে উপলব্ধি করায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে—একথা শুধু সত্যি নয়, চরম সত্য। গুরুদেবীয় অবয়বে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ণ কখনও সম্ভব নয়। প্রথম থেকেই গুরুপদে বসিয়ে শ্রদ্ধা। জানানো যায়, মূল্যায়ণ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়নে কতকগুলি বিষয় আপনাতেই এসে যায়। এক, তাঁর গুরুদেব চরিত্রপ্রকৃতিতে যাঁরা আস্থাশীল, তাঁদের লেখনীতে রবীন্দ্রনাথের মহানত্ব অত্যন্ত বেশিমাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই মহানতার কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যুক্তিসিদ্ধ হয়ে ওঠে না। বেশিরভাগটাই অন্ধ ভক্তিই হোক আর অতি শ্রদ্ধাতেই হোক বিশ্লেষণের আঁচড় শেষ পর্যন্ত সেই মহানতার ঘুরেফিরে আবর্তিত হয়। দুই, যাঁরা কবির গুরুদেব অভিধার বিরোধী বা মানেন না, তাঁদের লেখাতে অস্বীকারজনিত নেতিবাচক মূল্যায়ন যেমন উঠে আসে, তেমনই কোনো কোনো বিষয়ের অতি ইতিবাচক মূল্যায়ন দেখা যায় এই ইতিবাচকের বীজ। অর্থাৎ খারাপ বলার জন্যই ভালো বলা। এক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দেয়। আমরা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশকে এতটাই উচ্চে সবসময় তুলে ধরি যে, কোনও সময়েই তার নাগাল পাই না। এর কারণ আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় মান্যতার পরাকাষ্ঠায় তাঁর কোনরকম বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে পারি না। এটা একধরনের অসুস্থতার জন্ম দেয়। যে ভালো খেলবে সেই খেলার ভালো সমালোচক হবে , বা যে খারাপ খেলে সে খেলার ভালো সমালোচক হতে পারে না, একথা ঠিক নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে তাঁর মতো সৃষ্টিকর্মের প্রতিভা থাকতে হবে, কিংবা অধিকারী হতে হবে, এ ধারণা যথার্থ নয়। পৃথিবীতে প্রতিভাশালীদের কারও সঙ্গে অপর কারও সমমাত্রিক তুলনা চলে না। অথচ সবার মূল্যায়নই হয়ে থাকে। আরও একটি বিষয়, কোও স্রষ্টারই সব সৃষ্টি সম্মানের হয় না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা সত্য। অথচ সেই সত্যকে মূল্যায়নে তুলে ধরার জন্য তাঁর গুরুদেবীয় ভাবমূতি কখনও সহায়ক হয়ে ওঠে না। আসলে রবীন্দ্রনাথকে যে দূরত্ব থেকে দেখলে তাঁর স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সেই দূরত্বটাতেই আমরা আজও পৌঁছাতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব বিশেষণের ফলে শেষ যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল তাঁর গুরুদেব চরিত্রপ্রকৃতিতে অমানুষিক প্রতিমা গড়ে উঠেছে। বিষয়টির আলোচনারও প্রয়োজন নেই। এটা ২৫ বৈশাখ এবং ২২ শ্রাবণে রবীন্দ্রপূজার ঘটা দেখলেই বোঝা যায়। গুরুপদে ভক্তিমতি বাঙালি তাই রবীন্দ্রমূর্তিতে প্রণাম জানিয়ে স্বধর্ম পালন করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয় আদর্শে দেবতাকে প্রিয় কিংবা প্রিয়কে দেবতার আসনে বসানোর বিষয়েক অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরা তাঁকে গুরুদেব গড়ে তুলে তাঁর মানুষী রূপটি আড়াল করে অভিনন্দিত করার কথা ভাবি। অথচ রবীন্দ্রনাথ তা কখনওই চাননি। তিনি রোমান্টিক কবি বলে নিজেক জাহির করলেও বাস্তবকে কখনও অস্বীকার করেননি। ফলে শিষ্যের বা ভক্তের বা অনুরাগী চোখে যে গুরু বা গুরুদেবের মানুষিক প্রকৃতি অসাধারণ ও কৃত্রিম হতে বাধ্য, সেসম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তবে গাছের পূজা করে যেমন অনেক গাছকেই রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এইখানেই বাঙালির কিছুটা লাভ হয়েছে। কিন্তু সেই লাভ লোকসানের তুলনায় অতি নগণ্য। কাউকে না জেনে প্রণাম করায় তো আত্মতৃপ্তি জাগে না। আর তাঁকে জানাটাও অপূর্ণ থেকে যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব নাম বিশেষণটি অনেকাংশেই দায়ী মনে হয়। *(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)*

কোন ভারত, প্রশ্ন এটাই

বিশেষ প্রতিবেদন।। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সত্যি-সত্যি ঘটেছিল কি না, এ বিতর্কে পুরাতত্ত্ববিদরা একমত নন। তবে কুরুক্ষেত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পরবর্তী কালে, এতে অনেক ইতিহাসবিদ সায় দেবেন। ভারতবর্ষে ছোট বা বড় আকারে কুরুক্ষেত্র ফিরে এসেছে বার বার।

ইদানীং কালে শান্তিনিকেতনে অশান্তি এবং "ইন্ডিয়া" বনাম এনডিএ জোট সংগ্রামের মধ্যে অবশ্যই একটা ছোট-বড় ভেদ আছে, সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু যা অত সহজে ধরা দেয় না, তা হল উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য। এ দুইয়ের মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র আছে, তাকে ধরতে পারলে সাম্প্রতিক ইতিহাসের ধারা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে এখন একটাই যুদ্ধ চলছে, ধর্ম ও অধর্মের লড়াই। ধর্ম কোনটি ও অধর্ম কোনটি, তা নিয়ে নির্বাচনী বিতর্ক চলছে ও চলবে। কিন্তু মনে মনে প্রত্যেক ভারতীয় জানেন, কোনটি মানবমৈত্রী-পন্থী ও কোনটি পরহিংসা-প্রসূত। যারা হিংসুক ও হিংস্র, তারাও হিংসা অনুভব করে বলেই "আমরা ও ওরা" ভেদবুদ্ধি চালিত আদর্শ সচেতন ভাবে গ্রহণ করে। শুধু সুচিন্তিত আদর্শ নয়, দেখতে পাচ্ছি গভীরতর হৃদয়াবেগের সংঘাতও। এক পক্ষে সহাবস্থানের শুভবুদ্ধি, অন্য পক্ষে "ওদের" উপর পীড়নেচ্ছা। শান্তিনিকেতনের সংঘাত আপাতদৃষ্টিতে অমর্ত্য সেন ও বিশ্বভারতীর মধ্যে জমি নিয়ে লড়াই, যে জমিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রতীচী ট্রাস্ট অবস্থিত। গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায়, ওই জমির একাংশ যা নিজের বলে দাবি তুলে বিশ্বভারতী তার অফিসারদের পাঠিয়ে দখল নিতে চায়, তা কিন্তু সারা দেশের অধিকার নিয়ে একটি বৃহত্তর আধুনিক কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত।

সঙ্ঘ পরিবারের আদর্শে "ভারত" গড়তে প্রবৃত্ত হয়েছে বিজেপি। তাদের এনডিএ জোট নব্য ভারত গড়তে অনেক দূর অগ্রসর হয়েও গেছে। এমন এক মুহূর্তে "দেশ বাঁচাও" ডাক দিয়ে গজিয়ে উঠেছে নতুন বিরোধী জোট, যার নাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া)। আশ্চর্য, নামটি অমর্ত্য সেনের "আইডেন্টিটি পলিটিক্স" আলোচনার "মাল্টিপল আইডেন্টিটি" তত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। এক জন মানুষের নানা আলাদা সত্তাপরিচয় থাকে, কারও পক্ষে এক ও অদ্বিতীয় আত্মপরিচয় ঘোষণা করা স্বাভাবিক নয়, নিরাপদও নয়। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে স্থান পেয়েছে নানা গোষ্ঠী, গড়ে তুলেছে এক বিচিত্র সভ্যতা, যার মন্ত্র "মিলাবে মিলিবে"।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা এক বড় বাঁক নিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে এসেছিল মানসিকতার জগতে দুই বিশাল পরিবর্তন, যুক্তিগ্রাহ্যতা (রিজন) ও ন্যায়পরায়ণতা (জাস্টিস)। এই দুই ধারাতেই পরবর্তী কালে স্নাত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে তৈরি সংগঠন, প্রতীচী ট্রাস্ট। অমর্ত্য সেনের এই প্রচেষ্টা কত দূর সফল হবে তা ভবিষ্যতবলবে, কিন্তু অমর্ত্যর পিতা আশুতোষ সেনের কেনা জমিটি সদুদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে বললে তা রাবীন্দ্রিক ভাষায় যুক্তি ও ন্যায়ের পরিপন্থী হয় না। সুতরাং, বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রতীচীর বাড়ি ও জমি নিয়ে গোল বাধানো যে বিশ্বভারতীর আচার্য স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী।

অর্থাৎ প্রতীচী ট্রাস্টের পিছনে আছেন ভারতের সর্বোচ্চ জনগ্রাহ্য স্তরের এক বুদ্ধিজীবী। রবীন্দ্র-কথিত কালান্তরের যুক্তিবহ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানসিকতার প্রবক্তাদের মধ্যে এক জন শেষ মনীষী নিশ্চয় অমর্ত্য সেন। সেই হিসাবে অন্যায় ও অযৌক্তিক হিন্দুত্ব প্রচারের পথে তিনি এক বড় বাধা। ফলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধতা করার পিছনে আছে "ভারত" শব্দের অর্থ নিয়ে এক বিপুলতর সংঘাত। বিশ্বভারতীর বক্তব্য, জমি রক্ষা প্রশাসনের অন্যতম কর্তব্য। এ বক্তব্য সঙ্গত। কিন্তু এর আগেকার প্রশাসন জমি রক্ষার্থে ফেনস বা দেওয়াল তুলেছে, প্রাইভেট লিজ-সমূহ বাতিল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শান্তিনিকেতনের পল্লিতে পল্লিতে অনেক লিজ আছে যার দাম কম নয়। কিন্তু আজ প্রতীচীকে কেন এত বিশেষ ভাবে আক্রমণের নিশানা করা হল, তা বুঝতে হলে রাজনীতির পটভূমি খেয়ালে রাখতেই হবে।

সেই পটভূমি নিয়ে ভাবতে গিয়ে বিজেপি ও ইন্ডিয়া জোটের ভাবনাও এসে পড়ে। বিজেপি বলতে চায়, "ভারত" শব্দটি দেশীয় ও প্রাচীনতর। "ইন্ডিয়া" শব্দটি বিদেশি ও আধুনিক। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। "ইন্ডিয়া" নামের প্রাকইতিহাস আছে। তার তাতপর্য এখনও বলবতআছে। ভারতবর্ষ নামটি পৌরাণিক নাম, পঞ্চম শতকে চালু হয়। তার আগে অশোক তাঁর শিলালিপিতে এই ভূখণ্ডকে "জম্বুদীপ" নামে অভিহিত করেছেন। তারও আগে ইরানে এ দেশের নাম ছিল হিন্দু (সিন্ধু)। সেই থেকে এসেছিল ইনডোই (ইউনানি), ইন্ডিয়া (রুমি), হিন্দ(আরবি) ইনতু (চৈনিক)। চতুর্বর্ণ সমাজ পঞ্চদশ শতকে নিজেদের সামগ্রিক নাম হিসাবে "হিন্দু" নাম গ্রহণ করল। নামটি মুসলমানদের দেওয়া নাম।

বাস্তবিক, বিজেপির ভারত ও নতুন জোটের ভারত, এই দুই দেশের মধ্যে যে লড়াই বেধেছে তার উতত্তি বুঝতে গেলে সেই প্রাচীন কাল না হলেও, উনিশ শতকে কংগ্রেসের উদয় পর্যন্ত (১৮৮৫) পিছিয়ে যেতে হবে, বা তারও আগে সিপাহি যুদ্ধের সময় পর্যন্ত (১৮৫৭)। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর নামকরণ বিচার করলে দেখি, এর লক্ষ্য ছিল "ইন্ডিয়ান নেশন"-এর প্রতিভূ রূপে স্বীকৃতি লাভ। সে ন্যাশনালিজম ছিল ইংরেজি-শিক্ষিত উপকূলবর্তী ব্রিটিশ বন্দরগুলির মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বাজাত্যবোধ। অপরপক্ষে, সিপাহি যোদ্ধাদের ন্যাশনালিজম তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তারা লড়ছিল "দীন অওর ধরম"-এর জন্য। তাদের যুদ্ধ দুই সম্প্রদায়ের যুগ্ম লড়াই। তারা নিজেদের বলত "হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলমানস অব ইন্ডিয়া" (হুনুদওয়া মুসলিমিন-ই- হিন্দুস্থান)। যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান জোট হেরে গেল। তাদের জায়গায় এল "ইন্ডিয়ান নেশন"। ক্রমে পঞ্জাবে ও বাংলার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে ঘটল "হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান" নামক জনগোষ্ঠীর মানসিকতার পরিবর্তন। এ ক্ষেত্রে দু'টি তারিখ গুরুত্বপূর্ণ: ১৯৩৭ ও ১৯৯২। প্রথম তারিখে উপকূলপুষ্ট ইংরেজি-শিক্ষিত কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে বিপুল ভাবে জয়ী হল, উত্তর ভারতের হিন্দি-শিক্ষিত সমাজ ভারতীয় পলিটিক্স-এ নিচু তলায় জায়গা পেল। আর দ্বিতীয় তারিখে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে হিন্দিভাষী সেই "সাব-এলিট" ইংরেজিভাষী "এলিট"কে স্থানচ্যুত করতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হল। ক্রমে তৈরি হল তাদের নেতা নরেন্দ্র মোদী কিংবা আদিত্যনাথ যোগীর নিষ্করুণ প্রাধান্য। গোড়া থেকেই "ওদের" অনিষ্ট-কামী "এদের" এই হিন্দুত্ব খুব বিশিষ্ট, কেননা ভারতের ইতিহাসে এই রকম সংগঠিত গণহিংসার নমুনা আর নেই। এরই ঢেউ পৌঁছেছে শান্তিনিকেতনেও। দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের শিলালিপির নির্দেশ লঙ্ঘন করে পলিটিক্স মন্দিরে আলোচ্য বিষয় রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে, মহর্ষি ও গুরুদেব নির্দিষ্ট উৎসব অনুষ্ঠানগুলি স্থগিত আছে। এক দিকে জোর তলব, অন্য দিকে নৈরাজ্য, দু'টিই বিদ্বেষ-প্রসূত। গোলওয়ালকরের হিংসা আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেখিয়ে যাওয়া আশ্রমধর্ম পালন ছাড়া এই হিংসার নিবৃত্তি হবে না। আশ্রমধর্ম ও ভারতধর্ম কী, তা গুরুদেব ও তাঁর নামকরণধন্য অমর্ত্য কথায় ও কাজে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁদের ভারতবর্ষ যুক্তিগ্রহণ ও ন্যায়-পালনের পক্ষপাতী, নতুন সমাজ গড়বার সঙ্কল্পে ব্রতী। "হিন্দুত্ব" শব্দটি আগে রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তা গোলওয়ালকরের হিন্দুত্ব নয়। গুরুদেব আশ্রম থেকে যে "ভারততীর্থ" বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন তা হল, "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।" এই মন্ত্রের শিষ্য অমর্ত্য দেখিয়েছেন, ভারতীয় সভ্যতার অন্দরে সংস্কার ছাপিয়ে যুক্তির উপস্থিতি কতখানি। দেখিয়েছেন কেমন করে রাষ্ট্র ও বাজার মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। এ সব ন্যায় ও যুক্তির কথা সঙ্ঘ পরিবারে চালু নয়। এ সব কথা তাদের কানে কর্কশ লাগে। বাবরি মসজিদ ভাঙার দৃশ্য বিবিসি-তে দেখার পর বিচলিত হয়ে অমর্ত্য কুমার সেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: ধর্মের নামে এই হিংসা চিরকাল থাকবে কি? ভরসা পেয়েছিলাম যখন মাথা নেড়ে নিরুচ্চারে তিনি বলেছিলেন "না।" মনে পড়ে গিয়েছিল দেশকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ-রচিত একটি গানের বাণী: "ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায়ে আপনা/ সুপ্তিনিশীথ করিস যাপনা/ বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে/ বিশ্বের অধিকার।" ত্রিশ বছর পরে আজ মনে প্রশ্ন জাগছে, ভারতের বর্তমান অমানিশা কবে ভোর হবে। ভাবছি, বিশ্বের অধিকার আমরা কবে কী করে ফিরে পাব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারতের কিছু করণীয় নেই

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১১।। বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ভারতের কোনও আগ্রহ নেই বলে জানিয়েছেন ভারত সফর করে যাওয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের প্রধান ও দলটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ড় আব্দুর রাজ্জাক।

বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ভারত সফর পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকা কী থাকবে? এমন প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ভারত পার্শবর্তী দেশ। তাদের সঙ্গে আমাদের কানেকটিভিটি অনেক বেশি। পার্সন টু পার্সন কানেকশন, আপনারা জানেন। বাংলাদেশে কী হচ্ছে তারা সব কিছু জানে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কিছু বিষয়ে তারা জানে, তাদের আগ্রহ আছে। তিনি বলেন, নির্বাচন করবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সহযোগিতা করবে বাংলাদেশ সরকার। এখানে ভারতের কিছু করার নাই। তারা কোনও মন্তব্য করে নাই।

সংবাদ সম্মেলনে অপর এক প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ভারতের জন্য চীন সবসময় দুশ্চিন্তার ফ্যাক্টর। সে জন্যই তাদের সীমান্তে মাঝে মাঝে উত্তেজনা তৈরি হয়। আমরা বলেছি আমাদের বিদেশনীতি সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়। সেই নীতি নিয়েই আমরা চলি। কিন্তু ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রক্তের অক্ষরে লেখা। এই সম্পর্কের সাথে কারো সম্পর্ক তুলনীয় নয়। সেই প্রসঙ্গে এই বিষয়টি এসেছে। আগামী নির্বাচনে সহিংসতা বিষয়ে ভারতের ধারণা আছে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, আমাদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি। দুই দেশেরই জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্য গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ আছে, তথ্য আদান প্রদান হয়। বিএনপির প্রসঙ্গ তুলে কৃষিমন্ত্রী বলেন, তারা বিদেশিদের ওপর নির্ভর করে এখন দেখেছে যে কিছু নাই, পানিতে ডুবে যাবে। বাংলাদেশের মানুষই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যত রাজনীতি কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

ভারত সফর করা তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বিএনপি”র বিদেশ প্রীতি আছে, তাদের ধর্না দেওয়া কমে নাই। সেটি করে যে কোনও লাভ হচ্ছে না, সেটা অনুধাবন করতে পেরেছে। সে জন্য এই সুরে কথা বলছে। আমরা ভারত গেছি আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আওয়ামী লীগের অফিসে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তারা নিজেরা ধর্না দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যায়।

ধর্না দিয়েও লাভ হচ্ছে না, তাই এখন উল্টা কথা বলা শুরু করেছে। ড় হাসান বলেন, আমরা যাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বাংলাদেশে সংবিধানের আলোকে নির্বাচন হবে। এখানে যে সমস্ত দাবি আছে সেগুলোর প্রয়োজন নাই, এটা তারা বুঝে। তারা মনে করে সংবিধান আলোকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট বাংলাদেশ হবে। তিনি বলেন, তবে আমাদের সঙ্গে জঙ্গিবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জঙ্গিদের একটি ক্রস বর্ডার কানেকশন রয়েছে, এটা নিয়ে তারা ওয়াকিবহাল আছে। সংবাদ সম্মেলনে প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় জারি কমলা সর্তকতা

শিলিগুড়ি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দেখা না মিললেও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, এই পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনিবার, রবিবারেও এই পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। শনিবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। পাটনা থেকে বালুরঘাটের উপর দিয়ে মিজোরাম পর্যন্ত রয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা। এর প্রভাবেই জলীয় বাষ্প ঢুকছে, তার থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে মৌসুমি অক্ষরেখা নিচের দিকে নামতে পারে।

বীরাঙ্গনা/৯ চরম নির্যাতনের মুখে পড়তে হয় সুনীতির পরিবারকে

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স)। শান্তি ঘোষের মত সুনীতি চৌধুরীও কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। জন্ম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায়।

সুনীতি চৌধুরীকে তাঁদের সহপাঠিনী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম প্রথম বিপ্লবের পথ দেখান।কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্টিভেন্সকে ১৯৩১ সালে ১৪ ডিসেম্বর শান্তির সঙ্গে বিপ্লবী সুনীতি চৌধুরী হত্যা করেন। নাবালিকা এই দাবীতে বিচারে শান্তি ও সুনীতি চৌধুরীর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। তাঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেন।

যদিও মেদিনীপুর জেলে তাঁদের তৃতীয় শ্রেনীর কয়েদি করে রাখা হয়েছিল। সুনীতির পিতার সরকারি পেনশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর পরিবারকে অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর দুই দাদার জেল হয়। ছোট ভাই অনাহারে ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরে এই হত্যার ব্যাপারে দুটি রিভলভারসহ গোপাল দেব ধরা পড়েন। বিচারে গোপাল দেবের আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

সুনীতি হিজলি বন্দি নিবাসে বন্দি ছিলেন। সেখান থেকে গান্ধীজির চেষ্টায় মুক্তি পান শান্তি ঘোষের সাথেই ১৯৩৯ সালে। পড়াশোনা করে এম.বি পাশ করেন এবং ডাক্তার হিসেবে জনদরদী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নিঃস্বার্থ ভাবে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের সেবা ছিল তার ব্রত। ১৯৪৭ সালে শ্রমিক নেতা প্রদ্যোত কুমার ঘোষের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

সুনীতি চৌধুরী মারা যান ১২ জানুয়ারি, ১৯৮৮ সালে।

বিজেপি গণতন্ত্রকে দমন করতে চায় ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে চায় না : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে সাসপেন্ড করায় ক্ষোভে ফেটে পড়ল ””ইন্ডিয়া”” জোট। শুক্রবার লোকসভার অধিবেশন বয়কট করলেন ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। বিরোধীদের বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সংসদ চত্বরে আমেদবকের মূর্তির পাদদেশে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

রাজ্যসভার দলনেতা ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'তাঁরা গণতন্ত্রকে দমন করতে চায় এবং সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে চায় না। সেজন্য আমরা সবাই এখানে প্রতিবাদ করছি। আমরা তাদের অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব...গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে সংসদের ভিতরে ও বাইরে লড়াই করব।'

ভারতের চন্দ্রযান-৩ উচ্চাভিলাষী, লুনা-২৫-এর আগে পৌঁছবে চাঁদে; মন্তব্য ইসরোর প্রাক্তন বিজ্ঞানীর

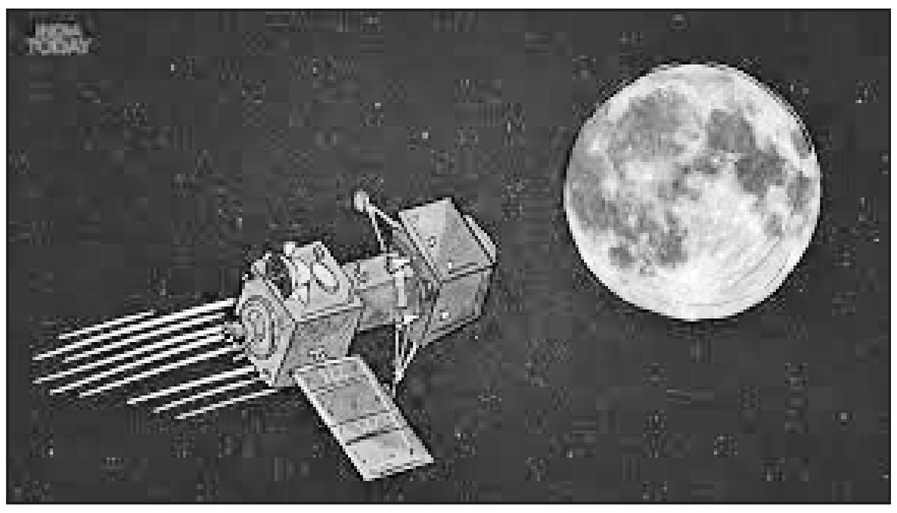

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র পাঠানো চন্দ্রযান-৩ চাঁদের কক্ষপথে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে, আর শুক্রবার ভোরে, রাশিয়াও চাঁদে নিজস্ব লুনা-২৫ মিশন চালু করেছে। অত্যন্ত শক্তিশালী রকেট উৎক্ষেপণ করেছে রাশিয়া, যা পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণ না করে সরাসরি লুনা-২৫ কে চন্দ্রের কক্ষপথে পৌঁছে দেবে।

চন্দ্রযান-৩ এবং রাশিয়ার লুনা-২৫ চাঁদের একই দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করতে হবে, যেখানে কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে সূর্য্যের আলো পৌঁছায়নি। তবে উভয়ের মধ্যে অবতরণ দূরত্ব হবে প্রায় ১২০ কিলোমিটার। উভয়ই একই দিনে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করবে বলে দাবি করা হচ্ছে। একদিকে, ভারতের চন্দ্রযান-৩ চাঁদে পৌঁছতে প্রায় ২৭ দিন সময় নিচ্ছে, অন্যদিকে লুনা-২৫ মাত্র ১০ থেকে ১১ দিনের মধ্যে চাঁদে অবতরণ করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে চন্দ্রযান-৩ ও লুনা-২৫ এর মধ্যে কোনটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম অবতরণ করবে তা নিয়ে গোটা বিশ্বে আলোচনা শুরু হয়েছে। এটি চাঁদের এমন একটি অংশ, যেখানে আজ পর্যন্ত কোনও দেশের ল্যান্ডার পৌঁছায়নি। এই পরিস্থিতিতে, চন্দ্রযান-৩ এবং লুনা-২৫-এর অবতরণকে অবশ্যই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা হচ্ছে।

ইসরোর প্রাক্তন বিজ্ঞানী তপন মিশ্র হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে একটি বিশেষ কথোপকথনে বলেছেন, রাশিয়ার চন্দ্রযান মিশনের সঙ্গে আমাদের চন্দ্রযান-৩-এর কোনও প্রতিযোগিতা নেই। এটাকে কোনওভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবে দেখা উচিত নয়। যদিও রাশিয়া ৬০ এর দশক থেকে মহাকাশ মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছে, ভারত কেবল একজন শিক্ষানবিস। তবে, যদিও লুনা-২৫ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রকেট থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এবং চন্দ্রযান-৩ এর আগেই এটি চাঁদে পৌঁছানোর দাবি করা হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে চন্দ্রযান-৩ লুনা-২৫-এর চেয়েও বেশি উচ্চাভিলাষী।

চন্দ্রযান-৩ মিশনের অর্জন সম্পর্কে পয়েন্ট-বাই-পয়েন্ট, তপন মিশ্র বলেছেন, 'ভারতের উচ্চাভিলাষী মিশনে খরচ হয়েছে মাত্র ৬১৫ কোটি টাকা, যা দেশের অভ্যন্তরে একটি ছোট ফ্লাইওভার নির্মাণের খরচের সমতুল্য। এই রাশিতে চাঁদের সেই অংশে আমাদের মিশন বেরিয়েছে, যেখানে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও দেশ পৌঁছায়নি। এমন পরিস্থিতিতে লুনা-২৫ চন্দ্রযান-৩-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তিনি বলেন, এটি ভারতের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত যখন চন্দ্রযান-৩ নির্ধারিত সময়ের আগেই চাঁদের সর্বনিম্ন কক্ষপথে পৌঁছেছে।

নির্ধারিত সময়ের আগেই চাঁদের শেষ কক্ষপথে পৌঁছে যাচ্ছে চন্দ্রযান

এর বৈজ্ঞানিক দিক সম্পর্কে অবস্থান ব্যাখ্যা করে, তিনি বলেছিলেন যে চন্দ্রযান-৩ যখন চাঁদের শেষ কক্ষপথে পৌঁছানোর কথা ছিল, তার অনেক আগেই ইসরো বিজ্ঞানীরা ইঞ্জিনটিকে নিক্ষেপ করেছেন এবং এর কক্ষপথ গণনা করে পৌঁছেছেন। এমন পরিস্থিতিতে, ইসরো যদি চায়, তবে নির্ধারিত তারিখের চার দিন আগে বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সামনে রেখে শূন্য ত্রুটি সহ নির্ধারিত ল্যান্ডিং সাইটে চন্দ্রযান-৩ অবতরণ করতে পারে। আসলে, এই অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী মিশনটি লুনা-২৫-এর প্রতিযোগিতার সাথে যুক্ত হচ্ছে না, তাই ঝুঁকি নেওয়া হবে না।

রাশিয়ার লুনা-২৫ মিশন চন্দ্রযান-৩-এর চেয়ে বহুগুণ বেশি ব্যয়বহুল

তিনি বলেন, আমাদের চন্দ্রযান যে কম খরচে চাঁদে গিয়েছিল তার চেয়ে রাশিয়ার লুনা-২৫-এর খরচ অনেক গুণ বেশি। এছাড়াও, আমাদের এই মিশনটি মাত্র তিন বছরের মধ্যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যখন রাশিয়া ১৯৯০ এর দশক থেকেই তার লুনা-২৫ মিশনের পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়াকরণ শুরু করেছিল। এছাড়াও, লুনা ২৫ উৎক্ষেপণে কমপক্ষে ১৬০ মিলিয়ন রুপি ব্যয় করা হয়েছে, যা চন্দ্রযান-৩-এর বাজেটের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এই কারণেই আমাদের চন্দ্রযান মিশন লুনা-২৫-এর চেয়েও বেশি উচ্চাভিলাষী এবং দেশকে গর্বিত করবে।

লঞ্চ প্রযুক্তি বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক

বিশেষ কথোপকথনে, তপন মিশ্র ব্যাখ্যা করেছেন যে, লুনা-২৫ উৎক্ষেপণের জন্য একটি খুব শক্তিশালী রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল, যা সরাসরি পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে উপগ্রহটিকে নিয়ে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করতে পারে। আমাদের কাছে এমন প্রযুক্তি নেই। তা সত্ত্বেও, আমরা স্লিংশট মেকানিজমের অধীনে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে প্রথমে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চন্দ্রযান-৩-কে কক্ষপথ থেকে বের করে নিয়েছি। এরপর এটি চাঁদের কক্ষপথে শেষ বলয়ে পৌঁছেছে।

এই প্রক্রিয়াটিকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তপন বলেন, গুলতির মতো এর সঙ্গে ইলাস্টিক যুক্ত থাকে। গুলি করা বস্তুটি এতে রাখা হয় এবং হাতের তালু দিয়ে টানা হয়। এর পরে পেশীগুলির শক্তি ইলাস্টিকের মধ্যে যায় এবং জমা হয়। এর পরে, যখন গুলতিটি হাত থেকে মুক্তি পায়, তখন ইলাস্টিকটিতে সঞ্চিত পেশী শক্তি একত্রিত হয় এবং গুলতি থেকে মুক্তি পাওয়া বস্তুটিকে খুব দ্রুত গতিতে দূরে ফেলে দেয়। এই কৌশলে চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি বিপুল জ্বালানী খরচ সাশ্রয় করেছে, যা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চতুরতা এবং দক্ষতা দেখায়। তাই লুনা-২৫ এবং চন্দ্রযান-৩-এর কোনও তুলনা হয় না।

তিনি বলেন, এবার যে নিখুঁততার সঙ্গে মিশনটি সম্পন্ন করা হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করবে। তাদের দাবি যে সেখানে বরফ রয়েছে এবং চন্দ্রযান-৩ এর উদ্দেশ্য সেখানে অক্সিজেন ও জলের সন্ধান করা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৭ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শুক্রবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শুক্রবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

লিগস কাপে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে শনিবার মাঠে নামছে মেসির ইন্টার মায়ামি

মিয়ামি, ১১ আগস্ট (হি.স.): লিগস কাপে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে শনিবার মাঠে নামবে ইন্টার মায়ামি। প্রতিপক্ষ শার্লট এফসি। শনিবার (১২ আগস্ট) ভারতীয় সময় সকাল ৬টায় ডিআরভি স্টেডিয়ামে শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই।

মায়ামিতে এসে একের পর এক ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছেন মেসি। চার ম্যাচের চারটিতেই গোল করে(৭) মার্কিন মুল্লুকে ঝড় তুলেছেন মেসি। ৭ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করেছেন তিনটিতে। এবার কোয়াটার ফাইনালে পায়ের যাদুতে শার্লটকে হারিয়ে দলকে সেমিফাইনালে নিয়ে যেতে চান মেসি। এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কোচ তাতা মার্তিনোও।

ছাত্রমৃত্যুতে দুই আধিকারিককে তলব লালবাজারের

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্ট এবং হস্টেলের এক আধিকারিককে তলব করল লালবাজার।

ওই দুই আধিকারিককে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এর কারণ হিসাবে তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ঘটনাটি ঘটার আগে স্বপ্নদীপের একাধিক অস্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে হস্টেলের ডিন অফ স্টুডেন্টকে তিনবার ফোন করেন আবাসিকরা।

ছাত্রদের অভিযোগ, প্রথমবার তিনি ফোন ধরলেও কোনও ব্যবস্থা নেননি। পরেরবার ফোন ধরলেও বিরক্তি প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে ফের ছাত্ররা যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি আর ফোন ধরেননি। অর্থাৎ, গোটা ঘটনায় একটা প্রশ্ন উঠছে যে হস্টেলের ভিতরে এই প্রকারের একটি ঘটনা ঘটলে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায় এড়িয়ে যেতে পারে?

এছাড়াও স্বপ্নদীপের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এবার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় খুনের মামলা রুজু করতে চাইছে কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার সকাল থেকেই স্বপ্নদীপের ১০-১২ জন বন্ধুকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। লালবাজার সূত্রের খবর, গতকাল বেশ কয়েক জন আবাসিকের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। যেখান থেকে স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে। গত পরশুদিন ভোররাতে হস্টেলের নিচে রক্তাক্ত এবং বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যায় স্বপ্নদীপের মৃতদেহ।

সকালে বিজেপিতে যোগ দিয়ে দুপুরেই তৃণমূলে ফিরলেন ৩ পঞ্চায়েত সদস্য

দেওয়ানহাট, ১১ আগস্ট (হি.স.) : গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন ঘিরে শুক্রবার চরম নাটকীয়তার সাক্ষী থাকল কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর। শুক্রবার সকালেই স্থানীয় কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চারজন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। এর কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে তাঁদের মধ্যে তিনজন বোর্ড গঠনে তৃণমূলকেই সমর্থন জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে বোর্ড তৃণমূলের দখলে যেতেই ফের পুরানো দলে ফিরলেন সকালে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া তিনজন পঞ্চায়েত সদস্য।

ভোটে ১৪টি আসন বিশিষ্ট জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২টি আসন তৃণমূল এবং দু'টি বিজেপির দখলে গিয়েছিল। এদিন সকালে তৃণমূলের পূজা দেবী বর্মন, গোকুল রাজভর, পুষ্পেন সিংহ ও মনিকা বর্মন বিজেপিতে যোগ দিয়ে বোর্ড গঠনে অংশ নেন। তাঁদের বাদ দিয়ে তৃণমূলের জয়ী আটজনের মধ্যে আরও দু'জন বোর্ড গঠনে হাজির না হওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কার হাতে যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরমধ্যেই সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া গোকুল রাজভর বোর্ড গঠনের সভা থেকে ওয়াক আউট করেন। এদিকে, প্রধান পদে তৃণমূল মনোনীত স্বপ্না বর্মন দেউরির বিরুদ্ধে মনিকা বর্মনের নাম উঠে আসে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির টিকিটে জয়ী রত্না রাউত ও পবিত্র বর্মন ভোটাভুটি থেকে বিরত থাকেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেওয়া পুষ্পেন সিংহ ও পূজা দেবী বর্মনের ভোটও যায় তৃণমূলের দিকে।

স্বভাবতই বোর্ড গঠন হতেই উল্লাসে ফেটে পড়েন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। বোর্ড গঠনের পর কোচবিহারে দলের জেলা কার্যালয়ে গিয়ে অভিজিৎ দে ভৌমিকের হাত ধরে ফের তৃণমূলে ফেরেন গোকুল, পুষ্পেন ও পূজা। এদিকে, মনিকা বর্মনকে ছ'বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত জানায় তৃণমূল।

কোচবিহারে ২ বিজেপি কর্মীদের বাড়ির সামনে থেকে ব্যাগভর্তি বোমা উদ্ধার, অভিযুক্ত তৃণমূল

কোচবিহার, ১১ আগস্ট (হি. স.) : ভোট মিটলেও এখনও উদ্ধার হয়ে চলেছে বোমা। এবার কোচবিহারে একই গ্রাম পঞ্চায়েতের দু'জন বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে ব্যাগভর্তি বোমা উদ্ধার। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮৭ ও ২৮৮ নম্বর বুথে। এবিষয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ এনেছে বিজেপি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

২৮৭ নম্বর বুথের বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার এবার দলীয় প্রতীকে পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে ভোটে হেরে যান তিনি। তিনি জানান, এদিন সকালে তাঁর মা বাইরে বেরিয়ে বাড়ির গেটের মধ্যে একটি ব্যাগ ঝোলানো অবস্থায় দেখতে পান। সেই ব্যাগের মধ্যে বোমা ছিল। এনিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

একইসঙ্গে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮৮ নম্বর বুথের আর এক বিজেপি কর্মী মনোজ রায়ের বাড়ির সামনেও ব্যাগভর্তি বোমা উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই তাঁর বাড়িতে ঢিল ছোড়া হচ্ছে। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের দিকে। দুই কর্মীর বক্তব্য, ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার করা হোক।

এ বিষয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় জানান, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে এসেছে।

সেই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এদিন বোর্ড গঠন হবে। এই বোর্ড গঠনে যাতে বিজেপি কর্মীরা আসতে না পারেন, তাঁদের ভয় দেখাতেই তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী বিজেপি কর্মীদের বাড়ির সামনে বোমাভর্তি ব্যাগগুলি রেখে গিয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। তারা বোমাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

দত্তপুকুরে ফিনাইল কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর

বারাসত, ১১ আগস্ট (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে ফিনাইল কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার ভোররাতে দত্তপুকুরের পালপাড়ায় এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল এলাকা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর।

জানা গেছে, এদিন ভোর রাতে আচমকা সারমেয়দের চিৎকার শুনতে পেয়ে কারখানার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা গার্ড ও এলাকার বাসিন্দারা বের হয়ে দেখেন দাউ দাউ করে জ্বলছে ফিনাইল কারখানা। কারখানায় দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আগুন। মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে গোটা এলাকা। দমকলে খবর দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। কিন্তু যথেষ্ট বেগ পেতে হয় তাঁদের। কারণ, ভিতরে মজুত থাকা দাহ্য পদার্থ। তবে শেষ পর্যন্ত দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিনের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। আগুনে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল ও স্থানীয় থানার পুলিশ।

স্থানীয়দের দাবি, আগে দু'বার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল ওই ফিনাইল কারখানায়। তারপর স্থানীয়রা কারখানা বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অনুরোধ করে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। ফের একই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ছড়িয়েছে আতঙ্ক।

কাজের সন্ধান

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার অনলাইনে পরীক্ষা, সহস্রাধিক নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সারা দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে। আইবিপিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৩০ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে প্রত্যেকটি শহরে। বিস্তারিত কথা হলো — ব্যাঙ্কে চাকরী পেতে হলে সাধারণত দুটো পরীক্ষা দিতে হয়। প্রথমটি ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি, দ্বিতীয়টি ২০০ নম্বরের মেন পরীক্ষা। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী পদ্ধতি। প্রথমটি ১২৫ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং দ্বিতীয়টি ৬০ নম্বরের মেন পরীক্ষা। এককথায়, শুরু হচ্ছে আইবিপিএসের স্পেশালিস্ট অফিসার পদের জন্য অনলাইনে পরীক্ষার দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। আইবিপিএস-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেশের ১১টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে পাঁচটি ব্যাঙ্কে ১৪০২ শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১৪০২-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২০৮টি, এসটি'র জন্য ১০১টি, ওবিসি'র জন্য ৩৭৭টি ও ইডব্লিওএস'র জন্য ১৩৯টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৫৭৭টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে ৫৩টি সংরক্ষিত পদ। অবশিষ্ট ব্যাঙ্কগুলোতে শূন্যপদ নিরূপনে কাজ চলছে। ভবিষ্যতে শূন্যপদের মোট সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন এইরকম — ক্রমিক নং (১) ঃ এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ৫০০টি, এর মধ্যে এসসি - ৭৫টি, এসটি - ৩৭টি, ওবিসি - ১৩৫টি, ইডব্লিওএস - ৫০টি, অসংরক্ষিত - ২০৩টি। এর মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ২০টি সংরক্ষিত পদ। ক্রমিক নং (২) ঃ হিউম্যান রিসোর্স/ পার্সোনেল অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ৩১টি, এর মধ্যে এসসি - ৩টি, এসটি - ১টি, ওবিসি - ৮টি, ইডব্লিওএস - ২টি, অসংরক্ষিত - ১৭টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ আইটি অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ১২০টি, এর মধ্যে এসসি - ১৮টি, এসটি - ৮টি, ওবিসি - ৩২টি, ইডব্লিওএস - ১৩টি, অসংরক্ষিত - ৪৯টি। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ল্ অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ১০টি, এর মধ্যে এসসি - ১টি, ওবিসি - ২টি, ইডব্লিওএস - ১টি, অসংরক্ষিত - ৬টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ মার্কেটিং অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ৭০০টি, এর মধ্যে এসসি - ১০৫টি, এসটি - ৫২টি, ওবিসি - ১৮৯টি, ইডব্লিওএস - ৭০টি, অসংরক্ষিত - ২৮৪টি। এর মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ২৮টি সংরক্ষিত পদ। ক্রমিক নং (৬) ঃ রাজভাষা অধিকারী (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ৪১টি, এর মধ্যে এসসি - ৬টি, এসটি - ৩টি, ওবিসি - ১১টি, ইডব্লিওএস - ৩টি, অসংরক্ষিত - ১৮টি। এছাড়াও, পদের নাম এবং ব্যাঙ্ক অনুযায়ী শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। ২১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (পোস্টাল ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১৩২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় সরকার),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর বায়ু (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৭-২০ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ১২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, অধিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনসালটেন্ট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, ফোরম্যান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন-টিচিং ও টিচিং স্টাফ (জাতীয় শিক্ষা সোসাইটি),**
শূন্যপদ ঃ ৬৩২৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রিন্সিপাল, পিজিটি, একাউন্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট (কেন্দ্রীয় শিক্ষা),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, প্রাসঙ্গিক যোগ্যতাও আবশ্যক,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কমিউনিটি হেলথ অফিসার (বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩০৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা সেপ্টেম্বর/ অক্টোবরে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৪০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রি.বিএসসি, বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৩০, ৩১ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এডমিন অফিসার (কেন্দ্রীয় বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, সুপারভাইজর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১১১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও (বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি (আয়ূষ, হোমিও, ইউনানি) পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ আগস্ট,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বীমায় ৩০০ অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে ৪৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, কেন্দ্রীয় বীমা অর্থাৎ নিউ ইন্ডিয়া এ.সি.এল-এ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৪৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ৯ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র-আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এন আই এ সি বা নিউ ইন্ডিয়া অ্যাস্যুরেন্সে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৮-২০২১-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ৪৫০টি শূন্যপদের মধ্যে এসসিদের জন্য ৬৭টি, এসটিদের জন্য ৩৩টি, ওবিসিদের জন্য ১২১টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৪৫টি এবং অসংরক্ষিত ১৮৪টি। এর মধ্যে আবার ২৪টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি / শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মূল পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, সময় আড়াই ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ৯ সেপ্টেম্বরে, ফেইজ-টু ৮ অক্টোবরে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে একলব্য মডেল স্কুলে ১০,৩৯১ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। এনইএসটিএস অর্থাৎ ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস, আগরতলা সহ সারা দেশে ৩৭টি শহরে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে 'ইএমআরএস- স্টাফ সিলেকশন এগজাম (ইএসএসই) - ২০২৩' শীর্ষক পরীক্ষা গ্রহণ করবে। পরীক্ষার দিনক্ষণ এখনও স্থির হয়নি। তবে নির্ধারিত সময়ে তা কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। এর জন্য আগামী ১৮ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত ইন্টারনেট বা অনলাইন প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করা যাবে। ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস-এর ওয়েবসাইটে লগ অন করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে হবে। একলব্য মডেল স্কুলে টিচিং ও নন্-টিচিং পদে চাকরির জন্য এই ইএসএসই পরীক্ষা নেওয়া হয়। 'ইএমআরএস- স্টাফ সিলেকশন এগজাম (ইএসএসই) - ২০২৩' শীর্ষক পরীক্ষা এর মধ্যেই দুটি পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে। প্রথম শিফটে পেপার-ওয়ান এবং দ্বিতীয় শিফটে পেপার-টু। তবে এবিষয়ে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে। উপযুক্ত ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত করবেন। দরখাস্তের সময় ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা করতে হবে। প্রয়োজনে কম্পিউটার জেনারেটেড চালানের মাধ্যমেও নির্ধারিত পরীক্ষা ফি জমা করতে পারেন। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন খরচ অতিরিক্ত হিসেবে প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্বাক্ষর স্ক্যান করে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জেপিজি ফরম্যাটে আপলোড করে নেবেন। অবশ্যই আগে থেকে বৈধ ই-মেল আইডি এবং মোবাইল ফোন নম্বর প্রস্তুত রাখবেন দরখাস্তে উল্লেখ করার জন্য। একজন প্রার্থী ইচ্ছে করলে এবং উপযুক্ত হলে উভয় পত্রের পরীক্ষা দিতে পারেন। এর জন্য অবশ্যই আগে থেকে দরখাস্তে যেমন উল্লেখ করতে হবে, তেমনি অতিরিক্ত ফিও জমা দিতে হবে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল নোটিফিকেশন এবং অন্যান্য সকল তথ্য যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মাপকাঠি, অনলাইনে দরখাস্ত করার যাবতীয় তথ্য ও নিয়মাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি তৈরি করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, কম্পিউটার জেনারেটেড চালান বের করা ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল ও গাইডলাইন এমনকি পরীক্ষার সিলেবাস, কোচিং, বিগত বছরে অন্যান্য রাজ্যে আয়োজিত টেট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সহ আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ারও শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট, ২০২৩। এডমিড কার্ড ডাউনলোড করার সময়সীমা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। তবে পরীক্ষার ঠিক ৭ দিন আগে এডমিড কার্ড ডাউনলোড করার সুযোগ থাকবে। নিয়োগ হবে এই পদগুলোতে ঃ পদের নাম - ট্রেইন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (টিজিটি) (গ্রুপ-বি) ঃ মোট শূন্যপদ ৩৩১১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৫১টি। এছাড়া, ৩২৯টি ইডব্লিওএস, ৮৯২টি ওবিসি, ৪৯৩টি এসসি, ২৪৬টি এসটি, ৯৯টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩৪টি অন্যান্য হিসেবে সংরক্ষিত। পদের নাম - ট্রেইন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (টিজিটি) - থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ (গ্রুপ-বি) ঃ মোট শূন্যপদ ৬৫২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৮৯টি। এছাড়া, ৬১টি ইডব্লিওএস, ১৬৯টি ওবিসি, ৯১টি এসসি, ৪২টি এসটি, ২০টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৬টি অন্যান্য হিসেবে সংরক্ষিত। পদের নাম - ট্রেইন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (টিজিটি), মিসলেনিয়াস ক্যাটেগরি অফ টিচার্স (গ্রুপ-বি) ঃ মোট শূন্যপদ ১৬৯৭টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬৯৫টি। এছাড়া, ১৬৮টি ইডব্লিওএস, ৪৫৬টি ওবিসি, ২৫৩টি এসসি, ১২৫টি এসটি, ৬০টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৮টি অন্যান্য হিসেবে সংরক্ষিত। পদের নাম - নন্-টিচিং পোস্ট ঃ হোস্টেল ওয়ার্ডেন (পুরুষ) ঃ মোট শূন্যপদ ৩৩৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৭টি। এছাড়া, ৩৩টি ইডব্লিওএস, ৯০টি ওবিসি, ৫০টি এসসি, ২৫টি এসটি, ১৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩৩টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। পদের নাম - হোস্টেল ওয়ার্ডেন (মহিলা) ঃ মোট শূন্যপদ ৩৩৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৬টি। এছাড়া, ৩৩টি ইডব্লিওএস, ৯০টি ওবিসি, ৫০টি এসসি, ২৫টি এসটি, ১৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩৩টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, অপর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগ হবে এই পদগুলোতে ঃ পদের নাম - প্রিন্সিপাল (গ্রুপ-এ) ঃ মোট শূন্যপদ ৩০৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১২৫টি। এছাড়া, ৩০টি ইডব্লিওএস, ৮১টি ওবিসি, ৪৫টি এসসি, ২২টি এসটি, ১৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদের নাম - পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (পিজিটি) (গ্রুপ-বি) ঃ মোট শূন্যপদ ২০৮৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৬৬টি। এছাড়া, ২০৪টি ইডব্লিওএস, ৫৫৭টি ওবিসি, ৩০৮টি এসসি, ১৫১টি এসটি, ৮৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।
* ইন্ডিয়ান পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন প্রযুক্তি দপ্তরে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে **অগ্নিবীর বায়ু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৭-২০ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, অধিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **কনসালটেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজার, ফোরম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় শিক্ষা সোসাইটি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে **প্রিন্সিপাল, পিজিটি, একাউন্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, প্রাসঙ্গিক যোগ্যতাও আবশ্যক, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* জাতীয় শিক্ষা সোসাইটি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে সারা দেশের একলব্য স্কুলের জন্য **নন-টিচিং ও টিচিং স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে **কমিউনিটি হেলথ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* সারা দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোতে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা সেপ্টেম্বর/ অক্টোবরে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ : মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন দেবীপদ চৌধুরী

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স.): দেশের স্বাধীনতার মাস চলছে এবং স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। ভারত মাতাকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে জীবন উৎসর্গকারী বিপ্লবীদের অমর কাহিনী সারা দেশে অনুরণিত হচ্ছে। আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গের বীর বিপ্লবী দেবীপদ চৌধুরীর কথা বলবো, আমাদের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে। সেইসব অজ্ঞাত বিপ্লবীদের গল্প যারা নিজেদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ সত্ত্বেও ইতিহাসে উপযুক্ত স্থান পায়নি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি মাতৃভূমির জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তা থেকে তার সাহসিকতা অনুমান করা যায়। ইতিহাসবিদ নগেন্দ্র সিং বলেছেন, দেবীপদ চৌধুরীর পিতা দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীও বিপ্লবী মতাদর্শের ছিলেন এবং তাঁর পিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেবীপদ শৈশব থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের সময়, যখন সারা দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের উৎখাতের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন চলছিল, ১১ আগস্ট, ১৯৪২ সালে, দেবীপদ চৌধুরী সহ বিপ্লবীরা ইংরেজ পতাকা নামাতে বিহার বিধানসভা চত্বরে হামলা চালায়। নিরস্ত্র বিপ্লবীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় ব্রিটিশরা, তা সত্ত্বেও আরও ছয়জন বিপ্লবীর সঙ্গে তিনি বিহার বিধানসভায় তেরঙ্গা উত্তোলন করেছিলেন এবং দেশ মাতৃকার চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।

ইতিহাসবিদ নগেন্দ্র সিনহা তাঁর আগস্ট বিপ্লবের শহীদদের বইতে লিখেছেন, যে দেবীপদ চৌধুরী ১৯২৮ সালের ১৬ আগস্ট তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার সিলেট জেলার অন্তর্গত বিশ্বনাথ থানার অন্তর্গত জামালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এই জায়গাটি বাংলাদেশে। তাঁর বাবা ছিলেন পাটনা হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষক। মাতা প্রমোদিনী দেবীও একজন ধার্মিক মহিলা ছিলেন। সেই সময় সারাদেশের পাশাপাশি বিহারেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব চলছে। পাটনায় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের কৌশল তৈরি করা হচ্ছিল। দেবীপদ চৌধুরীর পিতা দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরীও এতে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেসের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ভারত ছাড়ো প্রস্তাব পাস করলে ব্রিটিশ সরকার হতবাক হয়ে যায়। ভবিষ্যতে বিপ্লবী আন্দোলন রুখতে পরের দিন অর্থাৎ ৯ই আগস্ট ভোর থেকে নেতাদের গণগ্রেফতার শুরু হয়। সেই সময় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটনায় অসুস্থ ছিলেন কিন্তু সেই অবস্থায় তাঁকে গ্রেফতার করে বাঁকিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে গৃহবন্দী করা হয়। শ্বেতাঙ্গদের এই কাজের বিরুদ্ধে গোটা বিহারে বিপ্লবের ঢেউ শুরু হয়। পাটনায়, ব্রিটিশরা ১৪৪ ধারা জারি করে সম্ভাব্য প্রতিবাদ প্রতিরোধ করার জন্য। কিন্তু ১১ আগস্ট, ১৯৪২ সালে, ছাত্রদের নেতৃত্বে, বিপ্লবীদের একটি বড় দল বিহার বিধানসভা চত্বরে অবরোধ করে এবং সেখানে তেরঙ্গা উত্তোলনের ঘোষণা করে। দেবীপদ চৌধুরীর দেশপ্রেমিক পিতা তাঁর ১৪ বছর বয়সী সন্তানকে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা বিশ্বের অন্য বিপ্লবে খুব কমই দেখা যায়।

এখানে ব্রিটিশ সরকারও আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে, পাটনার ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ জি আর্থার, পুলিশের মহাপরিদর্শক এ ই বিশন এবং ভারতীয় পুলিশ সুপার আরএসপি সিনহা গোর্খা প্লাটুন সহ পুরো সমাবেশ কমপ্লেক্সের নিরাপত্তা জোরদার করেছিলেন। যাইহোক, বিপ্লবীদের এত বিশাল ভিড় এখানে জড়ো হয়েছিল যে ব্রিটিশদের পক্ষে তাদের থামানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। এরপর ম্যাজিস্ট্রেট আর্থার নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু হয় যাতে দেবীপদ চৌধুরী রক্তাক্ত হয়ে মারা যান, কিন্তু বাকি সহকর্মীদের সাথে আবার উঠে এসে সমাবেশে উত্তোলিত ব্রিটিশ পতাকাটি নামিয়ে তেরঙ্গা উত্তোলন করেন। এর পর ভারত মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়েন তিনি। গোলাগুলির শব্দ থেমে গেলে দেখা যায় অনেকে মাতৃভূমির জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। দেবীপদ চৌধুরী ছাড়াও ছিলেন উমাকান্ত প্রসাদ সিং, রামানন্দ সিং, সতীশ প্রসাদ ঝা, জগপতি কুমার, রাজেন্দ্র সিং এবং রাম গোবিন্দ সিং। দেবী প্রসাদ পুরো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ভারত মাতার সন্তানদের দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদাহরণ বিশ্বে দ্বিতীয় নয়।

পরে এই আত্মত্যাগের স্মরণে বিহারের রাজ্যপাল জয়রাম দাস দৌলতরাম বিহার বিধানসভা ভবনের সামনে স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তারপর এই সর্বোত্তম বলিদানের দৃশ্যকে মূর্ত করে তোলা বিশাল মূর্তিটি ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ উন্মোচন করেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৬ সালে এটি উন্মোচন করেছিলেন, তখন তিনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন কারণ এটি ছিল ১৯৪২ সালে তাঁর গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আন্দোলন যেখানে ১৪ বছর বয়সী বিপ্লবী সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিলেন। এছাড়াও পাটনা হাইকোর্ট সংলগ্ন মিলার হাই স্কুলের নাম পরিবর্তন করে দেবীপদ চৌধুরী শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় করা হয়েছে। এ ছাড়া একজন দেশপ্রেমিক পিতা ও একজন ত্যাগী পুত্রের নামে তাঁর সম্মানে বাংলা ভাষায় একটি জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে।

লোকসভা ও রাজ্যসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি, রাঘব চাড্ডা সাসপেন্ড

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। শেষ দিনেও অশান্তির সাক্ষী থেকেছে লোকসভা ও রাজ্যসভা। এদিন আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডাকে সাসপেন্ডের ঘোষণা করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। জগদীপ বলেন, 'আমি রাঘব চাড্ডাকে সার্ভিস অফ দ্য কাউন্সিল থেকে সাসপেন্ড করছি, যতক্ষণ না কাউন্সিলের বিশেষাধিকার কমিটির রিপোর্টের সুবিধা পাওয়া যায়।' রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে সাসপেন্ড করার ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, '...আমি বিষয়টিকে বিশেষাধিকার কমিটির কাছে উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করি... ২৪ জুলাইয়ের স্থগিতাদেশের আদেশ বর্তমান অধিবেশনের পরেও অব্যাহত থাকতে পারে যতক্ষণ না কাউন্সিলের বিশেষাধিকার কমিটির সুপারিশের সুবিধা পাওয়া যায়।'

নিয়োগ 'দুর্নীতি' মামলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি স)। প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ 'দুর্নীতি' মামলায় সিবিআইকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।প্রয়োজনে ৩৫০ জন প্রাথমিক শিক্ষককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে নিয়োগ 'দুর্নীতি' মামলায় মানিক ভট্টাচার্যকে জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। সেই জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও রেকর্ড আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। হাই কোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিকবাবু। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাঁর ভিডিও ফুটেজ পেশের উপর স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআই তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে।

স্বপ্নদীপের বাবার খুনের অভিযোগে মামলা রুজু কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : ছেলের মৃত্যুতে হস্টেলের আবাসিকদের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবারই খুনের অভিযোগ করেছিলেন যাদবপুরের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর বাবা রমাপ্রসাদ কুণ্ডু। শুক্রবার তিনি বুধবার রাতের ওই অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রেক্ষিতে মামলা রুজু করেছেন কলকাতা পুলিশ। তবে স্বপ্নদীপের বাবা নির্দিষ্ট কারও নাম করে অভিযোগ দায়ের করেননি। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০-১৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি। স্বপ্নদীপের বাবাকে ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রীকেও স্বপ্নদীপের বাবা র‍্যাগিংয়ের বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেছেন, "পুত্রকে তো ফিরিয়ে দিতে পারব না, তবে দোষীরা যাতে শাস্তি পায় এবং তদন্ত ঠিক মতো হয়, তা দেখব।"স্বপ্নদীপের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তোলে পরিবার। তাঁর মামা অরূপ কুণ্ডু দাবি করেন, সোমবার থেকে বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। জায়গা না পেয়ে হস্টেলে এক বন্ধুর সঙ্গে অতিথি হিসাবে থাকছিলেন স্বপ্নদীপ। অভিযোগ, সেখানেই র‍্যাগিং করা হয়েছে তাঁর ভাগ্নেকে। বুধবার রাতে মাকে ফোন করে 'ভাল নেই' বলেও নাকি

আইপিসি-তে নতুন বিল দেশদ্রোহের অপরাধকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করবে : অমিত শাহ

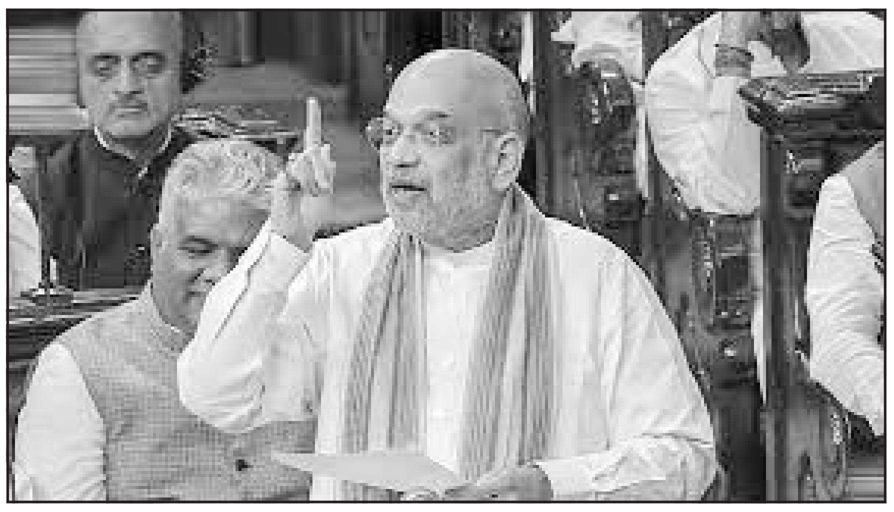

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): আইপিসি-তে নতুন বিল দেশদ্রোহের অপরাধকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করবে। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল (২০২৩), ভারতীয় সাক্ষ্য বিল (২০২৩) এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিল ।নিয়ে কথা বলেন। লোকসভায় তিনি বলেছেন, '১৮৬০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ব্রিটিশদের তৈরি আইন অনুযায়ী কাজ করেছিল।

তিনটি আইন প্রতিস্থাপন করা হবে এবং দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন হবে।' তিনি বলেছেন, এই আইনের অধীনে আমরা দেশদ্রোহের মতো আইন বাতিল করছি। এই বিলের অধীনে, আমরা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি যে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অনুপাত ৯০ শতাংশের উপরে নিয়ে যেতে হবে।

সেজন্য, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিয়ে এসেছি যে যে ধারাগুলিতে ৭ বছর বা তার বেশি জেলের বিধান রয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ফরেনসিক দলের অপরাধের দৃশ্যে পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করা হবে।

অধীরের সাসপেন্ড নিয়ে নানা মুনির নানা মত, শাসক-বিরোধী মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): অশোভনীয় আচরণের জন্য সাসপেন্ড হয়েছেন কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীরের সাসপেন্ড হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। লোকসভায় কংগ্রেসের চিফ হুইপ কে সুরেশ বলেছেন, 'তিনি গত চার বছর ধরে লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। তিনি হাউসে প্রচুর বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁরা গতকালই তাঁর অসদাচরণ খুঁজে পেয়েছেন। এটা রাজনৈতিকভাবে করা হয়েছে। সাসপেনশনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হত্যা করা হয়েছে।' কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি বলেছেন, 'সংবিধানের ১০৫(১) ধারা অনুযায়ী, সংসদে প্রত্যেক সংসদ সদস্যের বাক স্বাধীনতা রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনও সংসদ সদস্যকে এভাবে বরখাস্ত করা হলে তা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স সাংসদ ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'একজন ভালো সদস্যকে সাসপেন্ড করা দুঃখজনক।' অন্যদিকে, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলা হলেও তিনি তা করেননি। তাই অধ্যক্ষ তাঁকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন। আবার বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুরী বলেছেন, 'সংসদে উচ্চপদে থাকা নেতাদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য করা ঠিক নয়। ক্ষমা না চাওয়া, অবিরাম সতর্ক করার পরে তা চালিয়ে ঠিক নয়। সরকার আসবে এবং যাবে, কিন্তু ভারতের সংবিধান থাকবে। দেশের মর্যাদা, এবং অন্য নাগরিকের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাই গণতান্ত্রিক দেশের পরিচয়।'

বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহর স্মৃতিতে শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহর স্মৃতিতে শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, "মহান বিজ্ঞানী বিকাশ সিনহার অকাল প্রয়াণে শোকাহত। বাংলার এক কৃতী সন্তান, এই প্রতিভাবান পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানী শুধুমাত্র জ্ঞানের জগতেই নয়, চলমান জনজীবনেও তাঁর অবদানের মাধ্যমে আমাদের গর্বিত করেছেন।

আমরা তাকে ২০২২ সালে আমাদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার "বঙ্গবিভূষণ" প্রদান করতে পেরেছি, এবং মঞ্চে তাঁর ব্যক্তিত্বে উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। আমরা তাঁকে ২০২২ সালেও "রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার" দিতে পেরেছি। আমি তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র এবং ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।"

শনিবার যুবভারতীতে ডার্বি, টিকিট নিয়ে দুই শিবিরেই উন্মাদনা-ক্ষোভ

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : রাত পোহালেই মরসুমের প্রথম ডার্বি। তার আগে কলকাতা ময়দানের চিরকালীন দৃশ্য। দুই প্রধানের মাঠের বাইরে টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন। কেউ টিকিট পেয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন। কেউ কেউ দীর্ঘ অপেক্ষার পরেও টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন।

শুক্রবার টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে শুরু হয়ে গেল দল নিয়ে বিশ্লেষণ। মোহনবাগান সমর্থকরা ধরেই নিয়েছেন শনিবারও যুবভারতীতে সবুজ-মেরুনের জয়রথ ছুটবে। লাল-হলুদ সমর্থকদের প্রধান আগ্রহ ছিল গত মরসুমে সবচেয়ে সফল ক্লেটন সিলভা ডার্বির আগে কলকাতায় আসছেন কি না তা নিয়েই। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে শহরে পৌঁছনোর কথা ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকারের। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ক্লান্তি কাটিয়ে আদৌ কি খেলতে পারবেন তিনি? লাল-হলুদ অন্দরমহলের খবর, ক্লেটনকে দলে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসে কলকাতায় কম সংখ্যক মেট্রো পরিষেবা, রইল সময়সূচি

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স.): স্বাধীনতা দিবসে কলকাতা মেট্রোর সংখ্যা কমছে। ওই দিন স্বাভাবিক দিনের তুলনায় কম সংখ্যক মেট্রো চলবে। তবে প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত থাকছে। কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেট্রো রেল আগামী ১৫ আগস্ট উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে ২৮৮টির পরিবর্তে ৯৪ টি আপ ও ৯৪ টি ডাউন সহ মোট ১৮৮ টি ট্রেন এবং পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে ১০৬ টির পরিবর্তে পূর্বগামী ৪৫ ও পশ্চিমগামী ৪৫ সহ মোট ৯০ টি ট্রেন চালাবে। ওই দিন উত্তর - দক্ষিণ করিডোরে দমদম থেকে কবি সুভাষ , কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর, দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ প্রথম এবং শেষ পরিষেবা অপরিবর্তিত থাকবে।

অন্যদিকে, শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত প্রথম ও শেষ পরিষেবা অপরিবর্তিত থাকবে। তবে সেদিন পার্পল লাইনের জোকা- তারাতলা কোনও পরিষেবা পাওয়া যাবে না বলে মেট্রো রেল সূত্রের খবর।

সুপ্রিম কোর্টের 'কোপ' বিএড-এ

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : রাজ্যের প্রাথমিক নিয়োগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ করে শীর্ষ আদালতের রায়, শুধুমাত্র ডিএলএড প্রশিক্ষিতরাই অংশ নিতে পারবেন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায়। সুযোগ পাবেন না বিএড প্রশিক্ষিতরা।

বিএড প্রশিক্ষিত চাকরি প্রার্থীরা উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ বিপাকে ফেলবে বহু আন্দোলনকারীকেও। ২০১৪ সালে টেট পাশ করা যে সব প্রার্থী শহরের রাস্তায় বসে আন্দোলন করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিএড প্রশিক্ষিত। এই রায়ে তাঁরা কার্যত নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকেই বাদ পড়তে চলেছেন বলে দাবি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের।

শুধু ডিএড বা ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তেরাই প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। বিএড ডিগ্রিধারীরা নন। রায় ঘোষণা করে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত শুক্রবার জানিয়েছে, গোটা দেশ জুড়ে এই নীতি কার্যকর করতে হবে।

সাধারণ ভাবে বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারেন। সেখানে ডিএলএড এবং ডিএড প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করা যায় (অতীতে পিটিটিআই-এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত বাংলায়)।

এই প্রসঙ্গ তুলে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'যে হেতু ডিএলএড এবং ডিএড ডিগ্রিধারীরা প্রাথমিক স্তরে পড়ানোর জন্য বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাই তাঁদেরই প্রাথমিকে শিক্ষক পদে নিয়োগ করা উচিত। বিএড ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ করা হোক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে'।

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : সদ্য যাদবপুরে ভর্তি হওয়া পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তোপ দাগলেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

টাইটারে তিনি লিখেছেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সত্যিকারের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি র‍্যাগিংয়ের মতো জঘন্য অপরাধ নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লজ্জা। স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর পরিবারের সঙ্গে আমার গভীর সমবেদনা রইল।"

অপর টুইটে লিখেছেন, "প্রশাসনিক মদত ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে টিএমসিপি, এসএফআই, ডিএসএফ-এর মত ছাত্র সংগঠনগুলো কোনও দিন র‍্যাগিং এর মত ঘৃণ্য অপরাধ চালাতে পারে না, স্বপ্নদীপকে নিজের প্রাণ দিয়ে তার মূল্য দিতে হলো...আমি তার পরিবারকে সকল প্রকার আইনী

প্রয়াত পদ্মভূষণ পরমাণু বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট পরমাণু পদার্থবিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ। শুক্রবার সকালে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় বলে পরিবার সূত্রের খবর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। প্রয়াত বিকাশবাবুর দেহ তাঁর মিন্টো পার্কের বাড়িতে আনা হয়।

পরমাণু গবেষণা এবং বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক হিসেবে দেশে-বিদেশে সমাদৃত ছিলেন মুর্শিদাবাদের কান্দি রাজ পরিবারের এই সন্তান। ২০১০ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মাননা প্রাপ্ত পরমাণু বিজ্ঞানী বিকাশ 'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'-এর অধিকর্তা পদে ছিলেন। ছিলেন, 'ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার'-এর 'হোমি ভাবা অধ্যাপক' পদেও।

বিকাশবাবুর জন্ম ১৯৪৫ সালে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার পরে উচ্চতর পঠনপাঠনের জন্য ব্রিটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন তিনি। দেশে ফিরে এসে যোগ দিয়েছিলেন 'ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার' (বার্ক)-এ।

কলকাতায় 'বার্ক'-এর 'ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার'-এর প্রতিষ্ঠা এবং সেটিকে বিশ্বমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার নেপথ্যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল বিকাশবাবুর।

বিকাশবাবুর বাবা বিমলচন্দ্র সিংহ এবং দাদা অতীশ সিংহ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী। প্রাক্তন সাংসদ অতীশবাবু রাজ্যের বিরোধী দলনেতার পদেও ছিলেন।

দেওয়ানহাটে বোর্ড গঠনের আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে ৪ পঞ্চায়েত সদস্য

দেওয়ানহাট, ১১ আগস্ট (হি. স.) : বোর্ড গঠনের আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার সদস্য।

জানা গেছে, শুক্রবার সকালে দলের জেলা সভাপতি সুকুমার রায় চারজনের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। এই চারজন হলেন পূজা দেবী বর্মন, গোকুল রাজভর, পুষ্পেন সিংহ ও মনিকা বর্মন। এতে ১৪টি আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কাদের দখলে যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

তোষণের রাজনীতির নামে মমতাকে একহাত শুভেন্দুর

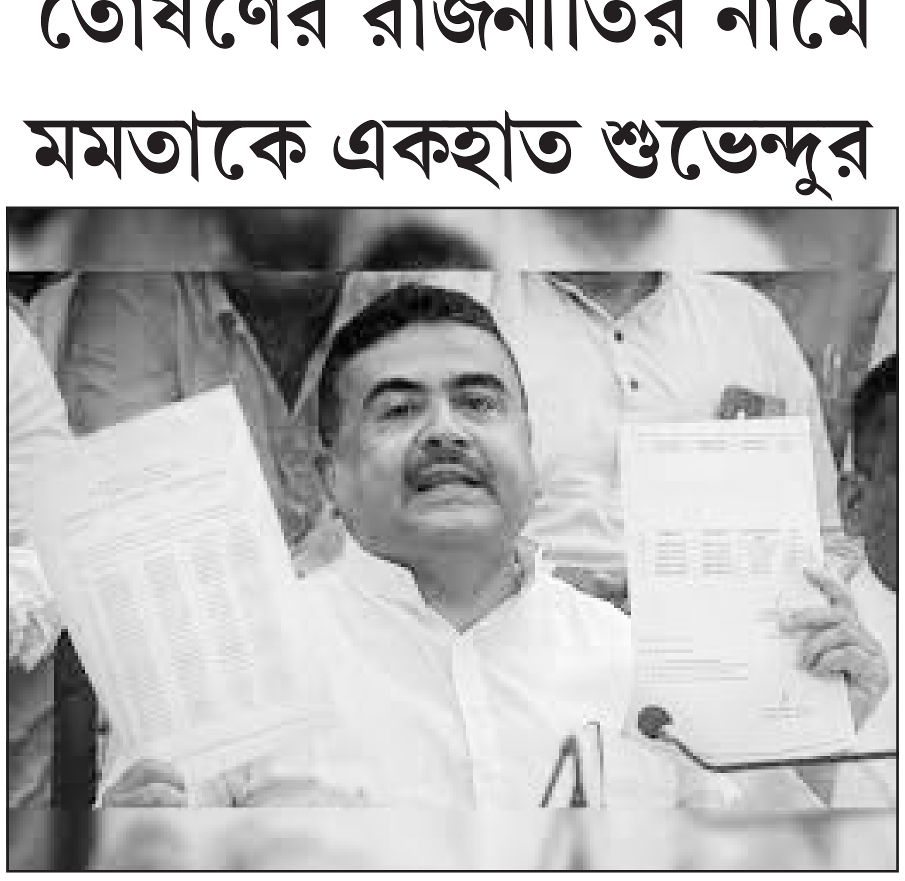

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : তোষণের রাজনীতির নামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইটাড়ে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "তোষণের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যই হলো ক্ষমতা দখল করে শোষণ করা। তাই যেকোনো প্রকারেই ক্ষমতা দখল করার পথ প্রশস্ত করার অন্যতম উপায় হলো বিভাজন ও তোষণের রাজনীতি করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে রাখা। সেক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নয়ন করার প্রয়োজনই নেই।

কিন্তু মুশকিল হলো সেই ক্ষমতা দখলের পথে যদি কেউ বাধা হয়ে ওঠে, এবং সেই ব্যক্তি যদি সেই সম্প্রদায়ের হন যে সম্প্রদায়ের লোকজন কে তোষণ করা হচ্ছে, তাহলেও তার জন্য কোনো ছাড় নেই। আজকের দিনের দুই বিপরীত চিত্র তুলে ধরলাম; এক দিকে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' মডেল; আর এক দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রদায়িক তোষণের রাজনীতির নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কুফল। তফাৎ ছিল, তফাৎ আছে, তফাৎ থাকবে।"

৫০ বছর পর চাঁদে চলল রাশিয়া, ভারতের চন্দ্রযানের আগেই অবতরণ করবে লুনা-২৫

মস্কো, ১১ আগস্ট (হি.স.): প্রায় ৫০ বছর পর চাঁদের উদ্দেশ্য পাড়ি দিল রাশিয়ার চন্দ্রযান """লুনা ২৫""। শুক্রবার (স্থানীয় সময়) মস্কো থেকে কিছুটা দূরের এক জায়গা থেকে লুনা ২৫-র সফল উৎক্ষেপণ হয়েছে। যা নিয়ে রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে শুভেচ্ছা জানাল ইসরো। উৎক্ষেপণের দিন দশ-বারো মধ্যেই চাঁদে অবতরণ করার কথা ভ্লাদিমির পুতিনের দেশের চন্দ্রযানের। ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝে কোণঠাসা রাশিয়া চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে দুনিয়ার কাছে বার্তা রাখল।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে জল, বরফের সন্ধান সহ নানা গবেষণার কাজে রবোটিক ল্যান্ডার পাঠালো পুতিনের দেশ। সব ঠিকঠাক থাকলে ভারতের চন্দ্রযানের দিন দুয়েক আগেই চাঁদে অবতরণ করবে রাশিয়ার লুনা-২৫। আগামী ১৬ আগস্ট চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করছে রাশিয়ার চন্দ্রযান """লুনা ২৫""। তারপর ২১ আগস্ট সেটি চাঁদে ল্যান্ড করার কথা। তবে এমনও মনে করা হচ্ছে, ভারতের চন্দ্রযান-৩-এর সঙ্গে ২৩ আগস্ট রাশিয়ার লুনা ২৫-এ চাঁদে অবতরণ করবে। তবে সবই নির্ভর করছে লুনা ২৫-র চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছনোর পর তার টেকনিক্যাল বিষয়গুলির ওপর।

সম্প্রতি সানওয়ে পিরামিড সংস্থার দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে ট্রফি হাতে আলোহা সংস্থার বিজয়ীরা।

পঃবঙ্গে বিজেপিতে সমন্বয়ের চেষ্টায় হরেক বৈঠকের আয়োজন

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স)। শনিবার থেকে বিজেপির সাংগঠনিক পূর্ব ক্ষেত্রের পঞ্চায়েত কর্মশালা হবে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে। মূলত সেই কর্মশালার জন্য শুক্রবারই রাজ্যে আসছেন নড্ডা। যা সূচি রয়েছে, দিল্লি থেকে রাতের বিমানে কলকাতায় আসবেন তিনি। সূত্রের খবর, মূলত রাজ্য বিজেপিতে সমন্বয়ের চেষ্টায় হরেক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।নড্ডার শনিবার কর্মশালার সূচনা করবেন। বাংলা ছাড়াও বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও আন্দামান-নিকোবরের জেলা পরিষদ বা স্বশাসিত সংস্থায় নির্বাচিত বিজেপি প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন এই কর্মশালায়। থাকবেন উত্তর-পূর্বের সব রাজ্যের একই স্তরের জনপ্রতিনিধিরাও।

দিনের এই কর্মশালায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তৃতা করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, কোলাঘাটের কর্মশালায় উপস্থিত থাকার পাশাপাশি নড্ডা রাজ্য বিজেপির শীর্ষনেতাদের সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করতে পারেন। এ ছাড়াও কয়েকটি স্তরের আলাদা আলাদা বৈঠক করবেন তিনি।বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মূলত কর্মশালা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন নড্ডা। পরের দিন রাজ্য বিজেপির সব ক’টি মোর্চার নেতৃত্বকে নিয়ে তিনি বৈঠকে বসতে পারেন। রাজ্য কোর কমিটির সঙ্গেও বৈঠক করবেন। সবারই লক্ষ্য, লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া এবং পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা।রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে পরিষদীয় দলের তালমিল নিয়ে অতীতে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। এখনও অনেকের এমন অভিযোগ রয়েছে, জেলা স্তরে সাংসদ বা বিধায়কদের না জানিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হয়ে যায়। সম্প্রতি রাজ্য বিজেপি এই দূরত্ব কমাতে তৎপর হয়েছে। আগেই কয়েক জন সাংসদ, বিধায়ক রাজ্য কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। এ বার নতুন পাঁচ জন বিধায়ককে জেলা সভাপতি করা হয়েছে। অতীতে ছিলেন মাত্র এক জন।

বার রাজ্য সফরে এসে রাজ্যের সব সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন নড্ডা। ফলে কোর কমিটির বৈঠক ছাড়াও শুভেন্দু বিধায়ক দলের নেতা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। থাকবেন দিলীপও। তবে সকলের সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও আলাদা করে নড্ডা-দিলীপ সাক্ষাৎ হয় কি না তা নিয়েও জল্পনা রয়েছে গেরুয়া শিবিরে।

যাদবপুরের ঘটনায় কর্তৃপক্ষের সমালোচনা এপিডিআর-এর

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় এখনও কোনও আত্মসমালোচনা নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। শুক্রবার এই ভাষাতেই ক্ষোভ জানাল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)।শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে এপিডিআর-এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর জানায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের একজন ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। প্রথম বর্ষের অসহায় ছাত্রদের পেয়ে সিনিয়রদের হিংস্র ও বিকৃত দাদাগিরির তীব্র নিন্দা ও শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। কিন্তু সাথে সাথে আমাদের প্রশ্ন এই ব্যবস্থা তো একদিনে হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন কেন ব্যবস্থা নেয়নি?

তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ম্যুর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দায় ও দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। অথচ সব দোষ ছাত্রদের উপর চাপিয়ে কর্তৃপক্ষকে আড়াল করা হচ্ছে।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় মেইন হস্টেলের সুপার ও ডীন অব স্টুডেন্টস কি দায়িত্ব এড়াতে পারেন? এত ঘটনা ঘটেছে অথচ হস্টেল সুপার হস্তক্ষেপ করেন নি কেন? অভিযোগ এসেছে যে রাতে ছাত্রদের ফোন ধরেননি ডিন অব স্টুডেন্টস। কেন? ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় কোনও আত্মসমালোচনাও করেনি। শিক্ষক সংগঠনের বিবৃতি দেখলে বোঝাই যায় রাগিং আটকানোর জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি রাগিং কমিটি কতটা সক্রিয় ছিলো? অতীতেও এরকম র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় সত্য উদঘাটন হয়নি। কারও সাজা হয়নি। সব ধামাচাপা পড়েছে।এবার যেন সত্য উদঘাটন করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি তদন্ত কমিটির পক্ষে কি নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব? কমিটির অধিকাংশ সদস্যই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা বা বিশ্ববিদ্যালয় ঘনিষ্ঠ।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আমরা একইসাথে দায়ী করছি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা আচার্য ও রাজ্য সরকারের শিক্ষাদফতর তথা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। কারণ তাঁদের বিরোধের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোও উপাচার্য নেই। বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য। বেশ কিছুদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে টালমাটাল অবস্থা।রাজ্যপালের অসহযোগিতায় উপাচার্য নেই, নেই বহু পদাধিকারি। কেউই কিছুর দায়িত্ব নিতে রাজি হয়না। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই মৃত্যুতে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা আসে। চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে যায়। সবারই হাজারো সমস্যা থাকে।প্রশাসন এই সময়ে সবচেয় সক্রিয় থাকা দরকার হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় এখন কার্যত প্রশাসকহীন।ফলে ইউজিসির নিয়ম মেনে প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা হস্টেল, নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়নি। এর দায় কে নেবে? এর জন্য তো রাজ্যপাল ও রাজ্যের শিক্ষা দফতরকে দায় স্বীকার করতে হবে। দায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও। আমরা স্বপ্নদীপের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি চাই। ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। র‍্যাগিংয়ে নো টলারেন্স নীতির কঠোর প্রয়োগ চাই।তাই আমরা সমগ্র ঘটনার দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি। কারণ কিছুদিন আগেই আইআইটি, খড়গপুরের ছাত্র ফায়জান আহমেদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুলিশ ভুল ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দিয়েছে। রাজ্য সরকার ও আইআইটি কর্তৃপক্ষ খুনকে আত্মহত্যা বলে রিপোর্ট দিয়েছে বলে অভিযোগ। সব ধামাচাপা দিয়েছিল। পরে আদালতে ভিন্ন তথ্য উঠে আসে।তাই যাদবপুরের ক্ষেত্রে শুরুতেই সাবধান হওয়া দরকার। প্রয়োজনে কর্মরত বিচারপতিকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি তৈরি করে তদন্ত হোক।

ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার যাদবপুরের প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরী

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সৌরভ চৌধুরীকে দফায় দফায় জেরার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হল বলেই জানান গোয়েন্দা প্রধান শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী।এমএসসি স্নাতোকত্তরের ছাত্র ছিলেন তিনি। স্বপ্নদীপের পরিবারের দায়ের করা অভিযোগে সৌরভের নাম ছিল। আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। কিছুদিন আগেই স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন সৌরভ। কিন্তু, এখনও থাকতেন মেন হস্টেলেই। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায়।এদিকে গ্রাম থেকে শহরে এসে প্রথমে ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পাননি বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ। কিন্তু, কী করে হস্টেলে থাকা যায় সেই খোঁজ করছিলেন। সূত্রের খবর, গত ৩ তারিখে চায়ের দোকানে সৌরভের সঙ্গে পরিচয় হয় স্বপ্নদীপের বাবার।তখনই সৌরভ জানায় যতদিন পাকাপাকিভাবে ঘর পাচ্ছে না ততদিন চাইলে মূল আবাসনে অতিথি হয়ে থাকতে পারে স্বপ্নদীপ। তারপরই ১০৪ নম্বর রুমের পড়ুয়া মনোতোষের অতিথি হিসাবে ৬৮ নম্বর কক্ষে থাকার ব্যবস্থা হয় স্বপ্নদীপের। বুধবার রাতে এখানেই এ-১ ব্লকের ব্যালকনি থেকে পড়ে মৃত্যু হয় বগুলার স্বপ্নদীপের।এদিকে, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার ব্যাপারে দ্রুত ও বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে।

নেই ভারতও

● আটের পাতার পর

অপর একটি সূত্র জানায় বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে চিনা বিনিয়োগের ব্যাপারে কোনধরণের পদক্ষেপ নিতে চায় না সরকার। তবে বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায় স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে পিছিয়ে নেই ভারতও। এরই মধ্যে হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষাণা এসেছে ভারতের ডিসান হাসপাতালের পক্ষ থেকে। সামনে বিনিয়োগ আরও বাড়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের হেলথ কমিটির চেয়ারম্যান ও চার্নক হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত শার্মা।প্রশান্ত শর্মা সাংবাদিকেদের বলেন, বাংলাদেশি রোগী এক বছরে ভারতে পাঁচশ মিলিয়ন ডলার খরচ করছে। চিকিৎসাটা যদি বাংলাদেশে হয় তাহলে হয়তো দেড়শ কিংবা আড়াইশ মিলিয়নে হয়ে যাবে। যদি রোগীদের চিকিৎসা বাংলাদেশে হয়। এখানে হাসপাতাল খারাপ আছে তা তো নয়। এখানে অনেক ভালো হাসপাতাল আছে। কিন্তু ভারতে কয়েকটি জায়গায় ক্লিনিক্যাল দক্ষতা আছে। সেই দক্ষতা যদি এখানে এনে চিকিৎসা করা হয়, তাহলে সেটা খুবই ভালো হবে। আমার মনে হয় বিদেশি চিকিৎসকদের পরিচালনার বিষয়টি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সরকারকে একটু ভাবতে হবে। এটা একটু বিরোধপূর্ণ, কারণ দুনিয়ার প্রত্যেক দেশেই ডাক্তার সমাজ নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা রাখেন। বাংলাদেশের জন্য যদি এই নিয়মটি শিথিল করা হয় তাহলে অতো রোগী বাইরে যাবে না। বাইরের চিকিৎসকরা এখানে এসে বা বাইরের হাসপাতাল এখানে এসে চিকিৎসা করতে পারবে।

হাওড়া কোর্টের লকআপে তালা আইনজীবীর উপর হামলায় বিক্ষোভ

হাওড়া, ৯ আগস্ট (হি স)। আইনজীবীর ওপর দুষ্কৃতী হামলার প্রতিবাদে ব্যাপক শোরগোল হাওড়া। শুক্রবার হাওড়া আদালত আইনজীবীদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে।আইনজীবীরা হাওড়া কোর্টের লক আপ গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এর জেরে ব্যাহত কোর্টের কাজ। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে। আহত আইনজীবীর জন্য উদ্বেগে তাঁর স্বজনরা।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হর্ষপ্রসাদ সিংহ নামে একজন আইনজীবী সালকিয়া ধর্মতলায় যখন নিজের চেম্বারে যাচ্ছিলেন সেই সময় কয়েকজন বাইক আরোহী দুষ্কৃতী তাঁকে ধাক্কা মারে। অভিযোগ, সে সময় সেখানে পুলিশ উপস্থিত ছিলেন। আহত আইনজীবীর ওপর দুষ্কৃতীরা পুলিশের সামনেই চড়াও হয়। তাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ।এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন ওই আইনজীবী। তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য আইনজীবীরা বৃহস্পতিবার রাতেই মালিপাঁচঘড়া থানায় বিক্ষোভ দেখান। আহত আইনজীবীর অভিযোগ, অপরাধীরা যাতে পালিয়ে যেতে পারে পুলিশ তার ব্যবস্থা করেছে। গোটা ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবি করেছেন তিনি।এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে হাওড়া আদালতের আইনজীবীদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা হাওড়া আদালতের লক আপের গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। ফলে কোনও আসামিকে আজ লক আপে ঢোকানো যায়নি। তাঁরা পুলিশ ভ্যানেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন।আইনজীবীদেব অভিযোগ, যখন হর্ষপ্রসাদ সিংহ নামে ওই আইনজীবী এবং তাঁর বাবা মালিপাঁচড়া থানায় অভিযোগ জানাতে যান তখন তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশকর্মীরা। এর প্রতিবাদেই বিক্ষোভ। পুলিশের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান ওই আইনজীবীর পরিবার। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

স্কুলে মিলল জোড়া দেহ, ঘনীভূত রহস্য

কোচবিহার, ১১ আগস্ট (হি স)। শুক্রবার দুই ব্যক্তির মৃতদেহ এখানে একটি স্কুলে উদ্ধার করা হরেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বাবাকে খুনের পর ছেলে আত্মঘাতী হরেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে। কিন্তু এর কারণ রয়ে গিয়েছে ধোঁয়াশা।

মৃতদের নাম টফসুল হোসেন ও আবু বক্কর সিদ্দিকি। তাঁদের বাড়ি কোচবিহারের সুকটাবাড়িতে। মাস খানেক আগে যান মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়িতে। সেখানে একটি স্কুলে ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ করছিলেন তাঁরা।

সূত্রের খবর, শুক্রবার এলাকার বাসিন্দারা ওই স্কুলের বারান্দায় প্রথমে যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে বিদ্যালয়ের ভিতরে আরও একটি রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় থানায়। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বাবাকে খুন করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে আবু বক্কর।

সূত্রে খবর, টফসুল ও আবু বক্করের সঙ্গে কাজ করতেন আরও এক যুবক। সে নাকি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে স্কুল থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামাপদ অধিকারী জানান, ভোররাতে এক যুবক তার বাড়িতে যায়। জানায়, স্কুলের ভিতর বাবাকে খুন করেছে আবু বক্কর। ভয়ে কোনওক্রমে সে পালায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। ফুলিশি তদন্ত চলছে।

রাতে একাধিকবার ফোন এসেছিল, কর্তৃপক্ষের স্বীকারোক্তি

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স)। ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেলের ডিন অফ স্টুডেন্টসকে যাদবপুর থানায় তলব। র‍্যাগিং বিতর্কের মাঝেই জেরায় তাঁরা দুজনই স্বীকার করেন হোস্টেল থেকে ফোন এসেছিল।

যাদবপুরে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর জন্য কি দায়ী র‍্যাগিং? এই পড়ুয়া মৃত্যুর দায় কি এড়াতে পারে কর্তৃপক্ষ? সাজা হবে কি রহস্যমৃত্যুকাণ্ডে দোষীদের? বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ার মৃত্যুতে উঠছে এমনই নানা প্রশ্ন। বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেলের ডিন অফ স্টুডেন্টসকে যাদবপুর থানায় তলব করা হয়।

রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় বিস্ফোরক ডিন অফ স্টুডেন্টস সংবাদমাধ্যমকে বলেন ‘আমাকে থানায় দুবার ডেকে পাঠানো হল। একবার সকালে এসেছিলাম। আবার বিকেলে। রাতে একবারই একজন পড়ুয়া আমাকে ফোন করেছিল। একজন ছাত্রের সমস্যা হচ্ছে, তার পলিটিসাইজিং হচ্ছে”, ফোনে জানিয়েছিল এক পড়ুয়া। গুছিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিল, ক্যাম্পাস থেকে তাকে বলা হচ্ছে হস্টেলে থাকিস না, হস্টেলে থাকলে ঝাঁপ মারতে হবে”, ফোনে জানিয়েছিল ছাত্র। প্রথমে রাত সাড়ে নটা নাগাদ ফোন আসে।“

কেন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেননি, এই প্রশ্নের জবাবে ডিন বলেন, আমি খাচ্ছিলাম। সুপারকে বলেছিলাম। পরে নিজেই গাড়ি চালিয়ে কেপিসিতে যাই। তাই তৃতীয়বারের ফোন ধরতে পারিনি। রাত দশটার সময় ফোন করেছিল ছাত্র, সুপারকে ঘটনা জানাতে বলেছিলাম। রাত ১০টা ৮ মিনিটে সুপারকে ফোন করে জানাই।””

সূত্রের খবর, আবাসন সুপাররের স্বীকারোক্তিও ছিল একই ধাঁচের। এতে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন দ্রুত ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা কেন নেননি?

পরিবার সূত্রে খবর, বুধবার রাত ৯টা পর্যন্ত বাবা-মাকে বার বার ফোন করেন স্বপ্নদীপ। জানিয়েছিলেন, তিনি ভাল নেই। খুব ভয় করছে। রাত সাড়ে ৯টার পর থেকে আর ফোনে পাওয়া যায়নি ওই পড়ুয়াকে। তারপর জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের তিনতলার বারান্দা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন স্বপ্নদীপ। বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয় কেপিসি হাসপাতালে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণের নির্দেশ রাজ্যপালের

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স)। এবার রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে নয়া মোড়! স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুহৃতা পালকে পদ থেকে সরানোর নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। শুক্রবার রাজভবন সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।অভিযোগ ও প্রশ্ন উঠেছে, ইউজিসি’র নিয়ম মেনে উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হননি সুহৃতা পাল। তাহলে কেন তাঁকে সরানো হবে না? এই প্রশ্ন তুলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে উপাচার্যকে জবাব দিতে বলেছিলেন আচার্য বোস। উপাচার্য উত্তরে জানিয়েছিলেন জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল থাকাকালীন তিনি উপাচার্যের জবাবে সন্তুষ্ট হননি। এরপরই স্বাস্থ্য সচিবকে রাজভবনের তরফ থেকে উপাচার্যকে সরানোর কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।রাজ্য বনাম রাজভবন সংঘাত ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা দফতরের ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বারবার বিরোধ দেখা গিয়েছে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। আচার্য হিসাবে রাজ্যপালকে মান্যতা দিতে চান না প্রাক্তন উপাচার্যদের একাংশ। মুখ্যমন্ত্রীকেই সেই পদে রাখার দাবি তুলেছেন তাঁরা। আবার এর বিরোধী একা অংশ তৈরি হয়েছে শিক্ষাবিদ মহলে।উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে এ রাজ্যে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। সেই সময় উপাচার্য নিয়োগের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ীই নিয়োগ হত। তাতে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি-র কোনও প্রতিনিধি। ২০১৩ সালে আইন সংশোধন হয়। এরপর বাদ পড়ে ইউজিসির প্রতিনিধি।সেই নতুন সার্চ কমিটিই নিয়োগ করেছিল সুহৃতা পালকে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

স্থানে ফিজিও থেরাপি শিবির করা হবে। পাশাপাশি তারা আরো অভিযোগ করেন সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বহিঃরাজ্য থেকে কিছু ভুয়ো ফিজিও থেরাপিস্ট-এর পরিচয় দিয়ে রাজ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এতে করে সাধারন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং ফিজিও থেরাপির নাম খারাপ হচ্ছে। তাই তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। একই সাথে ফিজিও থেরাপিস্টদের নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে, সেই বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে সকলকে বিরত থাকার ও আহ্বান জানানো হয় এদিনের সম্মেলন থেকে।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থায় মৃত্যুর মিছিলও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিশেষ করে এই নেশায় আকৃষ্ট হচ্ছে যুব সমাজম আবারো কল্যাণপুর থানাধীন জনজাতি অধ্যুষিত বৈরাগী পাড়া এলাকায় ড্রাগসের কবলে পড়ে অকালে প্রাণ গেল ২০ বছর বয়সী এক যুবকের। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, কল্যাণপুর থানাধীন বৈরাগী পাড়া এলাকার ঋষিকেশ দেববর্মার ২০ বছরের ছেলে দানিশ দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরেই ড্রাগস সহ বিভিন্ন রকমের নেশায় আসক্ত ছিল। তার পরিবার থেকে বহুবার অনেক চেষ্টা করা হলেও তাকে নেশার করাল ছায়া থেকে দূরে সরাতে পারেনি পরিবারের সদস্যরা। এমনকি বেশ কিছুদিন পদ্মবিল এলাকার একটি নেশা মুক্তি কেন্দ্রে রেখেও ছেলেকে নেশার এই মোহ থেকে দূরে সরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে বলে জানায় ঋষিকেশবাবু। অতি সম্প্রতি দানিশ নেশা মুক্তি কেন্দ্র থেকে বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু নেশামুক্ত হতে পারে নি সে। শুক্রবার দুপুর আনুমানিক একটা নাগাদ হঠাৎ সে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। তার আগে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সাথে দুপুরের খাবারও খেয়েছিল সে। কিন্তু এরপর সবার অলক্ষ্যে সে বাড়ির পার্শবর্তী একটা রাবার বাগানে গিয়ে ড্রাগস নেয় বলে পরিবার সূত্রে খবর। সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে পাঁচটা নাগাদ স্থানীয় মানুষের নজরে আসে নেশাগ্রস্ত দানিশ রাবার বাগানে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। সাথে সাথেই তার পরিজন সহ অন্যান্যদের খবর দেওয়া হলে দেখা যায় দানিশ ঘটনাস্থলে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল মৃতদেহের সাথে সিরিঞ্জ সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রীও পাওয়া যায়। যা থেকে সহজেই অনুমেয় ড্রাগস সেবন করতে করতেই মৃত্যু হল ২০ বছর বয়সী দানিশের। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কল্যাণপুর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যানপুর হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে। শনিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এব্যাপারে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা লিপিবদ্ধ করে। ড্রাগসের কবলে পড়ে এভাবে প্রত্যন্ত এলাকায় কুড়ি বছর বয়সী যুবকের মৃত্যুতে একদিকে যেমন তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, পাশাপাশি যেভাবে রাজ্যের গ্রাম পাহাড়েও ড্রাগস পৌঁছে যাচ্ছে, তাতে আদতে নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করা কতটুকু সম্ভব হবে এই প্রশ্ন কিন্তু ক্রমশ জোড়ালো হচ্ছে।

বিক্ষোভকারীরা

● প্রথম পাতার পর

জানতে চান এবং এক এক করে বিভিন্ন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন নেতৃত্বরা। কিন্তু কোন প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেননি সিডিপিও। ফলে এক সময় বিক্ষোভকারীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বেলা একটা নাগাদ উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা সিডিপিও সহ অন্যান্য অফিস কর্মীদের অফিসের ভিতরে রেখে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরিশেষে বেলা তিনটা নাগাদ ডিসিএম অনিন্দ চক্রবর্তী এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে আলোচনা করার পর তালা খুলে সিডিপিও সহ অন্যান্য কর্মীদের উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে বর্তমানে যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তাদের কর্মস্থলে যোগ দেওয়া যাবে না। পুরাতন কর্মীরাই বহাল থাকবে। এই শর্তেই অফিসের তালা খুলে মুক্ত করা হয়।

এফিডেভিট

আমি অমর চাঁদ দেবনাথ (Amar Chand Debnath) পিতা:স্বর্গীয় গুরু চরন দেবনাথ, বয়স ৬৮, সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত কড়ুইমুড়া (দক্ষিণ চড়িলাম) গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমার পুত্র কৌনিশ দেবনাথ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক,এবং বিএমএলটি (BMLT)এডমিট কার্ড, মার্কশিট এবং পাস সার্টিফিকেটে পিতার নামের স্থানে অর্থাৎ আমার নাম ভুলক্রমে অমর দেবনাথ রয়েছে এবং পেন কার্ড এবং ভোটার কার্ডে অমর চান দেবনাথ (Amar chan Debnath) রয়েছে। বিশালগড় মহকুমা আদালতের ১০ আগস্ট ”২০২৩-এর নোটারি এফিডেভিট মূলে আমার ছেলের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিএমএলটি সার্টিফিকেটে আমার নাম অমর দেবনাথ (Amar Debnath) এবং আমার প্রকৃত নাম অমর চাঁদ দেবনাথ (Amar Chand Debnath) এক বলিয়া গণ্য করা হোক।

স্বাক্ষর
অমর চাঁদ দেবনাথ

াঙ্গন

গুড্ডিবাজ-এর ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতায় এন্টির শেষ দিন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। গুড্ডিবাজ আয়োজিত ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতায় এন্টির শেষ দিন আগামীকাল। দারুন উদ্যোগের কাউন্টডাউন শুরু। এ নিয়ে তৃতীয়বার। প্রথমেই উদ্যোক্তাদের কথা উল্লেখ করে একবারের জন্য হলেও বাহবা দেওয়া প্রয়োজন, কেননা এ ধরনের একটা ঐতিহ্যবাহী বিলুপ্তপ্রায় মজাদার স্পোর্টস ইভেন্টকে এক ছুটির দুপুরের জন্য হলেও মাঠে-ঘাটে তুলে এনে বিনোদনের ব্যবস্থা করার জন্য। আগামী ১৫ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে শহর দক্ষিণে বাধারঘাটস্থিত মাতৃপল্লীতে এগ্রিকালচার অফিস মাঠে গুড্ডিবাজ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কাইট ফ্লাইং টুর্নামেন্ট তথা ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা।

ঘুড়ির সংখ্যা, সুতার দৈর্ঘ্য, সময়ের মাপকাঠি, সুতায় মাঞ্জা প্রদান ইত্যাদি বেশ কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী রয়েছে এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে, তবে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই বিস্তারিত জেনে নিতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে, এন্টি জমা দেওয়ার সময়।

এন্টির শেষদিন আগামীকাল হলেও নির্দিষ্ট সংখ্যক এন্টি যথারীতি জমা পড়েছে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

গুড্ডিবাজ তথা উদ্যোক্তাদের প্রধান কৌশিক সমাজপতি এক বিবৃতিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ১৫ আগস্ট প্রতিযোগিতার দিন যথাসময়ে এগ্রিকালচার অফিস মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্য।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী জুলাই -২০২৪ বর্ষে দেরাদুনস্থিত 'রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজ'- এ (আর.আই.এম.সি) অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও অনুষ্ঠিত হবে। ইংরেজী, গণিত এবং সাধারণজ্ঞান বিষয়ে আগামী ২ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে এস.সি.ই.আর.টি. (রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ) অভয়নগর, আগরতলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২রা জুলাই ,২০১১ ইং থেকে ১লা জানুয়ারি ২০১৩ সালের মধ্যে হতে হবে। যারা ১লা জুলাই ,২০২৪ ইং তারিখে আর.আই.এম.সি-তে ভর্তির সময় সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত থাকবে অথবা সপ্তম শ্রেণি উত্তীর্ণ হবে, তারাই কেবল উক্ত পরীক্ষায় বসতে পারবে।

এই ভর্তি পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর পিতা/মাতা/অভিভাবকগণ দেরাদুন আর.আই.এম.সি.কমান্ডেন্টের নিকট সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেত্রে ৬০০ (ছয়শত) টাকা এস.সি. / এস.টি. ছাত্রদের ক্ষেত্রে (এস.সি. / এস.টির প্রমাণপত্র দিতে হবে) ৫৫৫ (পাঁচশত পঞ্চান্ন) টাকা অনলাইনে RIMC web portal (www.rimc.gov.in) অথবা ব্যাঙ্ক ডিমান্ড ড্রাফট স্পিড পোস্টের মাধ্যমে "THE RASHTRIYA INDIAN MILITARY COLLEGE, GARHI CANTT, DEHRADUN, UTTARAKHAND, PIN-248003" এই ঠিকানায় পাঠিয়ে পরীক্ষায় বসার আবেদনপত্র, প্রসপেক্টাস ও পুরানো প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যাঙ্ক ড্রাফটটি "THE COMMANDANT RIMC FUND", DRAWEE BRANCH, HDFC BANK, BALLUPUR CHOWK, DEHRADUN,(BANK CODE-1399), UTTARAKHAND এই নামে কাটতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এস.সি.ই.আর.টি-র অভয়নগর অফিসে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ; প্রয়োজনে আর.আই.এম.সি.-র ওয়েবসাইট www.rimc.gov.in ও দেখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, সংগৃহীত আবেদন পত্র পূরণ করে এস.সি.ই.আর.টি-র অভয়নগর অফিসে আগামী ১৬ অক্টোবর ২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

স্বাক্ষর
(এস. সি. শর্মা)
অধিকর্তা
এস. সি. ই. আর. টি, আগরতলা

ICA/D-766/23

বিজ্ঞপ্তি

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কৃতি সম্মাননা ২০২১-২২ইং এবং ২০২২-২৩ইং প্রদানের সাপেক্ষে সমাজ, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, কলা-কৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ও.বি.সি. অংশের সম্মানিত ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে অনুগ্রহপূর্বক দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। সকল আবেদনকারীদের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ, তারা যেন তাঁদের আবেদন পত্রটি সাদা কাগজে ফোন নাম্বার সহ নিজ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরন উল্লেখ করে সরাসরি নিম্নে স্বাক্ষরিত অধিকর্তার অফিস অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যান দপ্তর, গোর্খাবস্তী, এয়ারপোর্ট রোড, ভোলানন্দ পল্লী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা/ ডাকযোগে/ দপ্তরের Email:-dir.obcw-tr@gov.in/ নম্বরে Whatsapp ৮৭৯৮২২৪৫২০ মারফৎ আগামী ২৫/০৮/২০২৩ইং তারিখের মধ্যে রাজ্য ও.বি.সি. কমিশনের বিবেচনার জন্যে প্রেরন করে।

(Subrata Reang)
Joint Director & HoO
OBC Welfare Directorate

ICA/D-759/23

2nd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by Sri Madhab Banik Fr of RA Hrishyamukh Range on 3 4.2022 vide his OR No 17/Hrishyamukh Range/2022-2023/dated 07.05.2022 and Forwarded by RO. Hrish amukh that Sri Madhab Banik Fr of Hrishyamukh Range intercepted 1(one) nos. Power Chain saw, Machine »n 30,04,2022 at *10)0 AM, at Abhoynagar under Nalua Beat area without any valid document

AND WHERES, Sri,Madhab Banik Fr of RA Hrishyamukh Range seized the said Power Ch in saw, Machine and brought in to the safe custody of Hrishyamukh Range

AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon by the Notification NO. F.7(310)/For/FP/2016/25701-747 dated 15.11.2016 of the Forest Department, Govt of Tripy a as Authorized Officer for the purpose of the SUB. Séction 2 of Section 52(A) of Indian Forest Act,(Tripura Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said Power Chain saw, Machine Model No ST! 1L(R) Dramatic & MS-382 Body- Eng No 111996733004 for its use in commission of Forest Offence U/S 41 242 &52(A)1986 and rules made there under by the Govt. of Tripura. ds a Claimant Notice was issued from this office side NO.F.9 2/0R Approved/SDFO/BGF/2020-2021/3287 293 dated 28.06.2022

Now THEREFORE, it is brought to the Rctice of the legal owner of the Power Chain saw, 9 prefer his/ her claim over the said Chain saw, Machine in-writing to the Authorized Officer (Sub- Division 1! Forest Officer, Bagafa Forest Sub- Division), within 30(Thirty) days from the date of issue of this notice o: through his/ her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in Original in support |» his / her Claim. Till such time said Power Chain saw, Machine Model No STIHL(R) Dramatic-E MS-38 Body Eng No 11199673300, will remain under the safe custody of Hrishyamukh Range if the authoriz d owner of said Power Chain saw, fils to prefer his/her claim within the stipulated date on any working | ys, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex- parte.

(Authorized Officer)
Sub-Divisional Forest Officer
Bagafa South Tripura

ICA/D-761/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
NO; e-PT-29/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, Dt.09.08.2023

The Executive Engineer, RD. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders up to 3.00 P.M on 24/08/2023 for 02 (two) nos Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1839/23

Sd/Illegible
Executive Engineer
RD. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
NO- e-PT-XIV/EE/RDUD/G/2023-2024 dt-08/08/2023

On behalf.of.the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati District invites item wise rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 30-08-2023 for the following work-

1. Procurement and Supply of Earth (soil) at various work site under Killa,Matabari,kakraban, Tepania R.D Block under Gomati District. during the year 2023-24.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. T.K. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

ICA/C-1830/23

নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার উদ্যোগে উমাকান্ত মাঠে আজ প্রীতি ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা। রাজ্যের খবরের জগতে এক নতুন খবরের ফেরিওয়ালা। স্থাবকতা নয়, বাস্তবকে পাথেয় করেই যাত্রা শুরু এই সংবাদ মাধ্যমের। নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার পক্ষে রাজ্যের দুইজন প্রয়াত সাংবাদিক প্রলয় ধর ও অভিজিৎ রাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শনিবার এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। উমাকান্তের এই অ্যাস্ট্রো টার্ফে টি এফ এ একাদশ খেলবে টি আর এ একাদশের বিরুদ্ধে। ম্যাচ শুরু হবে বিকেল চারটায়। ম্যাচটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রয়াত দুই সাংবাদিকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। ম্যাচকে ঘিরে প্রস্তুতি চূড়ান্ত নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা চ্যানেলের। এই চ্যানেলটা রাজ্যের সংবাদ জগতে নতুন যাত্রা শুরু করলো। প্রীতি এই ফুটবল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য। সঙ্গে থাকবেন মেয়রের পিএ শ্যামল ঘোষ, ক্রীড়া সংগঠক রতন দাস, টি এফ এ-র সভাপতি প্রণব সরকার সহ রাজ্য ফুটবল সংস্থার অন্যান্য প্রতিনিধিরাও। রাজ্যে বৈদ্যুতিন চ্যানেলের অন্যতম একজন পুরোধা ছিলেন প্রলয় ধর। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রলয় ধরের অবদান অনস্বীকার্য।একই সঙ্গে প্রয়াত তরুণ সাংবাদিক অভিজিৎ রাহাও বেশ সুনামের সঙ্গেই কাজ করে গেছেন। এই দুজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেই এই উদ্যোগ নিলো নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা চ্যানেল। ম্যাচ শেষে মাঠেই হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব আয়োজিত প্রাইজমানি টুর্নামেন্ট আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত। দুদিন ব্যাপী প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করছে আগরতলা বাধারঘাট স্থিত দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব। আগামীকাল থেকে শুরু হবে ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সেভেন এ সাইড এই ফুটবল টুর্নামেন্টটি। দুইদিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে প্রাইজমানি যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭০০০ টাকা। ১২ আগস্ট সকালে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন পশ্চিম জেলার ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিক দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব তপন সাহা, রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার রাজেশ রায় চৌধুরী, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। টুর্নামেন্ট কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক গৌতম ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সকলকে টুর্নামেন্টে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই টুর্নামেন্টকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে আগামীকাল বিকেল তিনটায় জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচও অনুষ্ঠিত হবে।

সেরা ক্রীড়াবিদদের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার প্রদানে আবেদনপত্র আহবানে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার প্রকল্পে আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার প্রকল্পে আর্থিকভাবে পুরস্কার প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১লা এপ্রিল ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালীন রাজ্যের যে সমস্ত ক্রীড়াবিদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ করে অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, ন্যাশনাল গেমস, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ, ন্যাশনাল স্কুল গেমস, খেলো ইন্ডিয়া স্কুল, ইয়ুথ গেমস প্রতিযোগিতায় পদক অর্জন করেছেন তাদের নিজ নিজ মহাকুমা বা জেলা ক্রীড়া দপ্তরে আগামী ২৫ আগস্ট এর মধ্যে নির্দিষ্ট ফরমেট অনুযায়ী দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে।

দরখাস্তে আবেদনকারীর নাম সঙ্গে পিতার নাম, ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর, কোনইভেন্টে পদক জয় করেছেন, পাশাপাশি পদক বিজয়ের খতিয়ান আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকেও সংগ্রহ করা যাবে বলে দপ্তরের অধিকর্তা এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন।

ফরোয়ার্ড ক্লাবের জার্সি প্রদান সম্পন্ন সাফল্যের লক্ষ্যে দল তৈরি, নেতৃত্বে রতন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। গেলোবছর স্বপ্ন পূরণ হয়নি। দ্বিমুকুট জয়ের স্বপ্ন থাকলেও একটি আসরে খেতাব জয় করতে পারেনি। লিগ জয় নিয়ে এখনও চলছে মামলা। ওই সব ভুলে নতুন উদ্যমে মরশুমে দ্বিমুকুট জয়ের স্বপ্ন নিয়ে বড় বাজেটের দল গড়লো ফরোয়ার্ড ক্লাব। গেলোবারের বেশীরভাগ ফুটবলারদের ধরে রেখে নতুন প্রতিভাবান ফুটবলারদের মনিপুর থেকে এনে শক্তি অনেকটায় বাড়ালো দল। কোচের পাশাপাশি কর্মকর্তারাও দ্বিমুকুট জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তবে গোটা দল সতর্কতায় মোড়া। কোচ থেকে কর্মকর্তারা যথেষ্ট সিরিয়াস। ফুটবলারদের খেপ খেলা বন্ধ করা নিয়েও যথেষ্ট সতর্ক। শুক্রবার স্থানীয় একটি রেস্তোরায় সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান দলীয় কর্তারা। এবছর দলকে নেতৃত্ব দেবেন রতন কিশোর জমাতিয়া। ডেপুটি হিসাবে থাকবেন মনিপুর থেকে আসা ইয়ামি লংভা। এদিন রাতেই ফুটবলারদের নিয়ে হয় বিশেষ বৈঠক। তাতে মরশুম চলাকালিন কোনও ফুটবলার যাতে খেপ না খেলে তার হুলিয়া জারি করে দিলেন কর্তারা। ১৬ আগস্ট রাখাল শিল্ডের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব খেলবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচের আগে ২১ জন ফুটবলারকে নিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ময়দানের লাকি কোচ সুভাষ বসু। প্রস্তুতি ম্যাচেও গোটা দলকে দারুন ছন্দে লক্ষ্য করা গেছে। এবছর ক্লাবের জার্সি স্পনসর করে 'সিনটেক্স হিরো'। সংস্থার এরিয়া ম্যানেজার দীপক শর্মা স্পষ্টভাবেই বলেন, 'ত্রিপুরার খেলাধূলার উন্নতির জন্য আমার সংস্থা সবসময়ই পাশে ছিলো এবং থাকবে'। ২২ লাখ টাকা বাজেটের দলে মনিপুরের ১০ জন এবং মিজোরামের ১ জন ফুটবলার রয়েছে। শিল্ডের পারফরম্যান্স দেখেই লিগে কোচের পরামর্শ নিয়ে শক্তি বাড়ানো হতে পারে বলে জানান পার্থ সারথি গুপ্ত। মুখে কিছু না বললেও কোচ ইঙ্গিত দেন দলের মাঝমাঠের ফুটবলাররা হতে পারে সাফল্যের চাবিকাঠি। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অমল বনিক, অনুপ ঘোষ এবং বাসু দেব চৌধুরি। ফরোয়ার্ড দল: অমিত জমাতিয়া, বুলেমনি জমাতিয়া, রতন কিশোর জমাতিয়া (অধিনায়ক), ইয়ামি লংভা (সহ অধিনায়ক), সুকান্ত জমাতিয়া, বিনোদ কুমার জমাতিয়া, জাবেদ ডার্লং, সি সিয়ামা, শুভম চৌধুরি, সাবাত জমাতিয়া, বয়ার জমাতিয়া, ভক্ত সাধন জমাতিয়া, শেঠরিমায়ুম , নিংগোবাম সিং, মোরেংথেম সিং, চোংথাং সিং, কবিরাজ সিং, নিংথোংজাম সিং, টুটু সিং এবং লাল রিন জোয়ালা। কোচ : সুভাষ বসু, ম্যানেজার শুভম গুপ্ত।

স্পোর্টস স্কুলের উদ্যোগে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচি পালিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট: শুক্রবার বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশানুযায়ী ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক মুহূর্তে 'আজদি কা অমৃত মহোৎসব এবং 'মেরি মাটি মেরা দেশ' বিশেষ কর্মসূচি পালন করে বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা। জাতীয় পতাকা উর্দ্ধে রেখে প্রত্যেকে মাটি হাতে নিয়ে দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এবং মাতৃভূমি কে শ্রদ্ধা জানানো হয় এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

আজ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম বীর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৫তম আত্ম বলিদান দিবস। ইংরেজরা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছিল। স্কুল প্রাঙ্গনে কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা বীনা মগ ও শারীর শিক্ষক প্রনব অখণ্ড। এই মহান কর্মযজ্ঞের তাৎপর্য বিশদ ভাবে তুলে ধরেন শিক্ষিকা চম্পা সরকার ও শর্মিষ্ঠা রায়। তাছাড়া আগামী ১৪ই আগষ্ট কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হবে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে।

ফুটবল রেফারিদের আলোচনা সভা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ফুটবল ম্যাচে রেফারিদের কার্যক্রম আরও উন্নত করে তোলার লক্ষ্যে আগামীকাল এক বিশেষ আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। যৌথভাবে উদ্যোক্তার ভূমিকায় ত্রিপুরা রেফারিজ এসোসিয়েশনও রয়েছে। আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় ত্রিপুরায় ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিস ঘরে বর্তমানে ফুটবল ম্যাচ পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী ১৫ জন রেফারীদেরকে নিয়ে এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, তাপস দেবনাথ, সত্যজিৎ দেব রায়, টিংকু দে, আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস, কার্তিক দাস, অসীম বৈদ্য, তপন দেবনাথ, প্রতাপ দাস, সজল গোপ, পল্লব চক্রবর্তী, বিপ্লব সিংহ ও লিটন সাহা প্রত্যেককে আলোচনা সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা রেফারিস এসোসিয়েশনের সম্পাদক নারায়ণ দে এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে চড়িলামে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। শুক্রবার ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস কে সামনে রেখে চরিলাম ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগ বিভিন্ন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে চরিলাম ব্লকভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে চরিলাম ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা। শুক্রবার এই টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় নিজ হাতে বল মেরে প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলাম বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক জিষ্ণু দেববর্মা। টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতামূলক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক রাজকুমার ভৌমিক ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিময় ভৌমিক চরিলাম বিএসসির চেয়ারম্যান জাকুলো দেববর্মা সহ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রতিযোগিতামূলক টেবিল টেনিস উদ্বোধন করে জিষ্ণু দেববর্মা উভয় দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি চরিলাম ব্লকের এ ধরনের কর্মসূচির প্রশংসা করেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ওপেন টেনিস মিট আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আগামীকাল ওপেন টেনিস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আগামীকাল সকাল সাতটায় টেনিস কোর্টে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ডক্টর পি কে চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ এবং পশ্চিম জেলার ডিএম এন্ড কালেক্টর দেবপ্রিয় বর্ধন প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টে বেশ কয়েকজন টেনিস খেলোয়াড়-ই অংশ নেবেন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্যও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ম্যারাথন দৌড় ১৫ ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ক্যারাটে ম্যারাথন দৌড়। হবে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিনে। ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার উদ্যোগে। আশ্রম চৌমুহনী থেকে মোটর স্ট্যান্ড হয়ে ৪ কি মি ওই দৌড় শেষ হবে শুরুর স্থানে। ওই দিন সকাল সাড়ে ৬ টায় শুরু হবে ম্যারাথন। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক রাজ্যের সকল অংশের ক্রীড়ামোদীদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য উদ্যোক্তা সংস্থার পক্ষে সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর এখবর জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

স্বাধীনতা দিবসের নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। আগামী ১৫ আগস্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আগরতলার আসাম রাইফেলস ময়দানে। এদিন সকাল ৯ টা ১০ মিনিটে আসাম রাইফেলস ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন গ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর মুখ্যমন্ত্রী সেলামি প্যারেড পরিদর্শন করবেন এবং সমর শিক্ষার্থী বাহিনী ক্যাডেট ও আধিকারিকদের ও বনবিভাগের আধিকারিকদের পুরস্কার ও পদক প্রদান করবেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। এরপর থাকবে মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান। স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৪ আগস্ট সারা দিনব্যাপী আগরতলা শহর পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি রূপায়ণ করা হবে। সকাল ৬ টায় উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছে মহিলাদের জন্য ৩ কিলোমিটার এবং পুরুষদের জন্য ৫ কিলোমিটার ওপেন ক্রস কান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতা। সকাল ১১ টায় আজাদি কা অমৃত মহোৎসব কর্মসূচিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে বীরদের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

তাছাড়াও আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সমাপ্তি উপলক্ষে ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট রাজ্যে গতবছরের মতো হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করা হবে। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ৫ টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আগরতলা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে প্রভাতফেরি করবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিভিন্ন বেসরকারি ভবন এবং নিজ নিজ বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৭ টায় সচিবালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। সকাল ৭ টায় বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, পুর নিগম, গ্রাম প'ায়েত কার্যালয়, ভিলেজ কমিটির কার্যালয় এবং টিটিএএডিসি কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৮ টায় সার্কিট হাউস সংলগ মূর্তি প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান করে সকাল ৮ টা ১৫ মিনিটে গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধী বেদিতে ও লিচু বাগানস্থিত এলবার্ট এক্কা পার্কের শহীদ মিনারে সকাল ৮ টা ৩৫ মিনিটে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা'াপন করবেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইণ আর্য। বিকাল ৫ টায় নতুন রাজভবনে আয়োজন করা হয়েছে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের। স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিটে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজন করা হয়েছে মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান।

বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবে কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ আগস্ট।। সাতাত্তর তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কবি সম্মেলন। শুক্রবার বেলা বারোটায় বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবে দক্ষিণ জেলার কবিদের নিয়ে এক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এইদিনের কবি সম্মেলনে কবিগন তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আলোচনা রাখেন। দক্ষিণ জেলার জেলা প্রশাসন ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগণ। কবি সম্মেলনে আলোচনা করেন দক্ষিণ জেলা তথ্য দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিক রিপন চাকমা, বিশিষ্ট কবি কুসুম পাল, এছাড়াও উপসিত কবিগন তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এইদিনের কবি সম্মেলনে ছিলেন বিশিষ্ট কবি চন্দন পাল,হরিনারায়ণ সেনগুপ্ত, সহ জেলার অন্যান্য কবিগন।

আদিবাসী দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। করমছড়া ব্লককমিটি (ত্রিপুরা মথা)উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। এদিনের অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে প্রথমে বর্ণাঢ্য এক রেলি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। রেলী শেষে নেপালটিলা কেটিএমসি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বিআরসি হলে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভায় বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন এর উদ্দেশ্য সহ বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আদিবাসী দিবসের বিভিন্ন তথ্য সবিস্তারে বর্ণনা করেন ধলাই জেলার তিপ্রা মথা দলের জেলা সভাপতি রতীশ ত্রিপুরা এবং এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা। এ ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ওয়াই,টি,এফ, জেলা ইনচার্জ পরিতোষ দেববর্মা,মনু সাবজোনাল চেয়ারম্যান লেবেনজয় রিয়াং এবং মনু তিপ্রা মথা দলের ব্লক সভাপতি অভিজিৎ ত্রিপুরা। সভায় উপজাতি পুরুষ ও মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

রাজ্যে মাশরুম প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ: রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। মাশরুমজাত খাদ্যের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। তাই মাশরুম থেকে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য রাজ্যে মাশরুম প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ নাগিছড়াস্থিত উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের গবেষণা কেন্দ্রে বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষের উপর একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর থেকে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৬০ জন মাশরুমচাষী অংশ নেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাশরুম উৎপাদনের জন্য সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছে। রাজ্যে ৬৬০ জন মাশরুমচাষী রয়েছেন। গত ৫ থেকে ৭ বছরে রাজ্যে মাশরুমের বীজ বা স্পন উৎপাদন প্রায় ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে মাশরুমের বীজ উৎপাদনের জন্য নতুন ১০টি ল্যাবেরোটরি স্থাপন করা হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে মাশরুম চাষ করে অনেকেই স্বাবলম্বী হচ্ছেন। ফটিকছড়ার বাবুল দেবনাথ, কৈলাসহরের মৃগাঙ্ক দাস ও ডুকলির লিটন বিশ্বাস নিজেদের মাশরুম উৎপাদন কেন্দ্রে ১২ থেকে ১৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, মাশরুম চাষ খুবই লাভজনক। মাশরুম চাষে ক'ষকদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ফার্ম ম্যাকানিজমে ত্রিপুরা ভারতের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। যার ফলস্বরূপ বিগত ৫ বছরে রাজ্যে মাশরুমের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, আগে জনজাতি মাশরুমচাষীরা চিরাচরিত প্রথায় মাশরুম চাষ করতেন। গত ৫ বছরে বৈ'ানিক প্রথায় মাশরুম চাষের বিষয়ে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এখন জনজাতি সম্পদায়ের মাশরুমচাষীরাও বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাশরুম চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফণীভূষণ জমাতিয়া। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উপঅধিকর্তা ড. রাজীব ঘোষ। প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের সহঅধিকর্তা সোমেন কুমার দাস সহ বিশেষজ্ঞগণ মাশরুমচাষীদের প্রশিক্ষণ দেন।

বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠের প্ল্যাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ আগস্ট।। ১৯৫০ সালে পথ চলা শুরু হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ দ্ধাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়। বিভিন্ন চড়াই উতরাই পার হয়ে আজ বিদ্যাপিঠ দ্ধাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় কলোবরে বৃদ্ধি হয়েছে চিলেকোঠা ক্লাস রুম থেকে দ্ধিতল ভবনে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্ঠায় বাংলা মিডিয়াম থেকে ধাপে ধাপে উন্নীত করন করা হয়েছে ইংলিশ মিডিয়ামে। এই স্কুলের বহু ছাত্র ছাত্রীরা মেধা তালিকাতে নাম নথিভুক্ত করে রাজ্যের মধ্যে সুনাম অর্জন করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কেউ আজ চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, এমন কি শিক্ষক, শিক্ষিকা, বিধায়ক ও সাংবাদিক পেশায় নিয়োজিত হয়ে যথেষ্ট সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এই বিদ্যাপীঠ দ্ধাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি , পনের দিন ব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে মাঠে নামে প্লাটিনাম জুবিলি উদযাপন কমিটি ,আজ ছিল প্লাটিনাম জুবিলি সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে রক্তদান শিবির যেমন হয়েছে তেমনি হয়েছে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা। প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের ব্রাত্য রাখা হয়েছে বিদ্যাপিঠ দ্ধাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি থেকে এমন অভিযোগ রয়েছে, ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বিলোনিয়ায়। যারা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ছিল না, তাদেরকে আমন্ত্রন জানিয়ে কি ধরনের প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠান করলো উদযাপন কমিটি তা নিয়ে গুঞ্জন রয়েছে বিভিন্ন মহলে, যাই হোক প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর প্লাটিনাম জুবিলি সমাপ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান। বিদ্যাপিঠ সুবর্ন জয়ন্তী ভবনে হয় অনুষ্ঠান। এই দিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, এস সি আর টি অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সম্পাদক অনুপম চক্রবর্তী সহ অন্যান্য অতিথিগন উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের আলোচনার পর নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা এছাড়াও সন্ধ্যা সাতটায় আর্য কলোনিস্থিত বিলোনিয়া শচীন দেব বর্মন অডিটোরিয়ামে হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ প্লাটিনাম জুবিলী সমাপ্তির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি , যদিওবা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকার কথা ছিল কিন্তু আসেনি কেন জানা যায়নি।

ফের ফলাফলের দাবিতে শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ এসটিজেটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। এস টি জে টি -র ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করার দাবিতে শুক্রবার শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংঘটিত করেন চাকুরীর প্রত্যাশী যুবক-যুবতীরা। তাদের অভিযোগ, ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষা সংঘটিত হয়। এক বছর হতে চলেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ হয়নি। তাই রাজ্য সরকারের কাছে দাবি তুলে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংঘটিত করতে তারা বাধ্য হচ্ছে বলে জানায়। তাদের বক্তব্য এভাবে যদি শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তাহলে তারা কি করবে ? তাই দাবি করা হচ্ছে দ্রুত ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য। তারা আরও জানায় এ বিষয় নিয়ে টি আর বি টি -র সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের চেয়ারম্যান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এ বিষয়ে তারা কিছু জানেন না। তারা শুধু পরীক্ষা গ্রহণ করার দায়িত্বে রয়েছেন। বাকিটা দপ্তর দেখবে বলে তাদের বলা হয়। এদিন তারা আক্ষেপের সুরে বলেন এই দপ্তরের দায়িত্বে আছেন মুখ্যমন্ত্রী। বহুবার চেষ্টা করেও দেখা করার সুযোগ পায়নি চাকুরী প্রত্যাশী বেকাররা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাদের প্রশ্ন আর কত বছর কত মাস অপেক্ষা করতে হবে তাদের। এদিনও হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরেছেন চাকুরী প্রার্থীরা।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। আদিবাসী দিবস কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। এরই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহার নেতৃত্বে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা আদিবাসী গৌরব মহাসভা দিবসকে সামনে রেখে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক এই তিনটি বিষয় নিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এদিনের এই সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। কিভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আরো শক্তিশালী করা যায় সেই বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়। মতবিনিময় এর পর আদিবাসী নেতা প্রাক্তন বিধায়ক অশোক দেববর্মার বাড়িতে দুপুরের ভোজন করেন নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদিকা জারিতা লাইতফ্লাং, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন সভাপতি দীবাচন্দ্র রাঙ্খল, আদিবাসী নেতা শব্দ কুমার জমাতিয়া, আদিবাসী কংগ্রেস সেলের চেয়ারম্যান স্যামসং দেববর্মা, এসসি সেলের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস সহ অন্যান্যরা।

করমছড়ায় পালিত মেরি মিট্টি মেরা দেশ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসব উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহবানে দেশব্যাপী মেরি মিট্টি মেরা দেশ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। অমৃতবাটিকা নির্মাণের জন্য অমৃত কলসে দেশের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মাটি সংগ্রহ করে দেশের রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে। এই উপলক্ষ্যে বিজেপি যুবমোর্চার উদ্যোগে করমছড়া নিধানসভার অন্তর্গত নালকাটা এ ডি সি ভিলেজের ৫টি ওয়ার্ড নিয়ে বসুধাবন্ধন এবং অমৃতবাটিকা নির্মাণের জন্য অমৃত কলসিতে মাটি সংগ্রহ করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে যুবমোর্চা সভাপতি সঞ্জীত দেববর্মা যুব মোর্চার কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নালকাঁটার ৫টি ওয়ার্ডে গিয়ে মাটি সংগ্রহ করেন। যুব মোর্চার সভাপতি জানান যুব মোর্চার উদ্যোগে করমছড়া বিধানসভার প্রতিটি এডিসি ভিলেজে এই কর্মসূচি লাগাতর চলতে থাকবে। আগামী ২২ আগষ্ট অমৃত ভাটিকা নির্মাণের জন্য মাটি ভর্তি অমৃত কলস নিয়ে তারা দিল্লি যাবেন।

কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন জেকশন গেইটের উদ্যোগে শুক্রবার বনমহোৎসব পালন করা হয়। এইদিন ফেডারেশনের উদ্যোগে ৭৫ টি গাছের চারা রোপণ করা হয়। ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এই বনমহোৎসব উদযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা এইদিন নিজের হাতে গাছের চারা রোপণ করেন। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি জানান দেশের স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিছু কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এইদিন কর্মচারীদের উদ্যোগে ৭৫ টি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। বনমালিপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে এই গাছের চারা গুলি রোপণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ভাঙড়ে ফের বোমা বিস্ফোরণ, উড়ল পরিত্যক্ত গোয়ালঘর

বারুইপুর, ১১ আগস্ট (হি.স.) : ফের বোমা বিস্ফোরণ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। শুক্রবার দুপুরে ভাঙড়ের কাশীপুর থানার অন্তর্গত চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের কচুয়া গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেল আস্ত একটি গোয়ালঘর।। বোমার বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো গোটা এলাকা। বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকাবাসীরা। কে বা কারা বোমা মজুত করল, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।শুক্রবার দুপুরে নিজের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন বেশ কয়েকজন। সেই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের কচুয়া গ্রামের একটি বাঁশবাগানের ভিতরে থাকা পরিত্যক্ত গোয়ালঘর থেকে বিকট শব্দ পাওয়া যায়। দৌড়ে আসেন এলাকাবাসী। এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। ওই গোয়ালঘরটি উড়ে যায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাশীপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছেন পুলিশকর্মীরা। কে বা কারা পরিত্যক্ত গোয়ালঘরে বোমা মজুত করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বিদেশে চিকিৎসা নির্ভরতা কমাতে বাংলাদেশে বড়সর বিনিয়োগের প্রস্তাব চিনের, পিছিয়ে নেই ভারতও

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১১ আগস্ট (হি.স): চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশিদের পছন্দের শীর্ষে ভারত। বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৮৪ শতাংশ। আর বছরে ২৪ লাখ ৭০ হাজার মেডিকেল ট্যুরিস্ট বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাচ্ছেন। তাই চিকিৎসা খাতে ভারতের উপর নির্ভরতা কমাতে চিনের বেসরকারি কোম্পানি বড়সর বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে বিশ্বমানের হাসপাতাল করার। তবে পিছিয়ে নেই ভারতও। এরই মধ্যে হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষাণা এসেছে বিশ্বখ্যাত ভারতের ডিসান হাসপাতালের পক্ষ থেকে।জানা গেছে, ঢাকাসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে বিশ্বমানের ৫০ হাজার শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল করার প্রস্তাব দিয়েছে চিনা প্রতিষ্ঠান। চিনের এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হয়েছে সরকারের উচ্চ মহলে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে চিনের বেসরকারি বিনিয়োগ তথা ৫০ হাজার শয্যার হাসপাতালের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, কিংবা কিভাবে কোনপর্যায়ে এটা হতে পারে এসব বিষয় নিয়ে বৈঠক করবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তবে ২০২১ সালে চিনা কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার পরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এনিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক হলেও এবিষয় আর এগায়নি।জানা যায়, হাসপাতাল নির্মাণে চিনের প্রস্তাবকে ইতিবাচক হিসেবেই নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ঢাকাসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে বিশ্বমানের ৫০০ থেকে ১০০০ শয্যার হাসপাতাল করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় কিংবা আদৌ এত সংখ্যক বেডের হাসপাতালের প্রয়োজন আছে কি না, অর্থায়ন কিভাবে হবে তার সবদিক পর্যালোচনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার মন্ত্রণালয় কয়েকটি একটি বৈঠক বৈঠক হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের এক নোটিশে থেকে জানা গেছে, বিভাগ ও জেলাপর্যায়ে চায়না মেশিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (সিএমইসি) দেওয়া হাসপাতাল স্থাপন প্রস্তাবের (এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট-ইওআই) ওপর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হয়। প্রস্তাবিত, বিভাগীয় এবং জেলা শহরের হাসপাতাল হবে অনেকটা ডিজিটাল। হাসপাতালগুলোর চিকিৎসক ও নার্সের ৭০ শতাংশ থাকবে বাংলাদেশী। বাকি ৩০ ভাগ বিদেশী। চিনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রত্যেক হাসপাতালের সাথে যুক্ত থাকবে একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। যেখানে চিকিৎসক, নার্সের পাশাপাশি টেকনিশিয়ানদের নিয়মিত প্রশিক্ষণে গড়ে তোলা হবে।সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চিনা প্রস্তাবে প্রতি বছর উন্নত চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ থেকে কয়েক লাখ লোকের বিদেশে যাওয়া এবং এতে কমপক্ষে গড়ে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি বিদেশে চলে যায়। চিনা প্রস্তাবে এ বিপুল অংকের অর্থ চলে যাওয়ার বিষয়টি ফোকাস করা হয়েছে। বিদেশে উন্নত চিকিৎসা নিতে যাওয়া লোকদের কথা মাথায় রেখেই বিশ্বমানের হাসপাতাল নির্মাণে বড় বিনিয়োগে আগ্রহী বলে চিনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবে বলা হয়েছে।তবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড় মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার ভারতের বহুভাষী সংবাদস্থা হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেন, দেশেই উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। আর স্বাস্থ্য খাতে চিনের বিনিয়োগের বিষয়টা তাঁর জানা নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।